কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?

গবেষণা সিরিজ- ২০

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০৬
পঞ্চম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২১

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৮০ টাকা

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৩
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন কিছুদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে গেলে আমার/আমাদের অসুবিধা	২৬
৭	কুরআন ও সুন্নাহ পর্যালোচনা করে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ জানতে হলে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে	২৭
৮	কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে Common sense	২৮
৯	কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে আল কুরআন	৩২
১০	যে সকল আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যায় কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে	৫৪
১১	কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস	৬৭
১২	কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে চালু হওয়া ভুল ধারণার মূল উৎসসমূহ ও তার পর্যালোচনা	৮৫
১৩	শেষ কথা	৯৩

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের
মূল কারণ ও প্রতিকার জানতে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইগুলো পড়ুন
এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

পরকালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটবে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ঘটনার একটি হলো– জান্নাতের পুরস্কার ও জাহান্নামের শাস্তি। বাকি দু'টো হলো– সওয়াব ও গুনাহের হিসাব এবং শাফায়াত। এ তিনটি বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে দুনিয়ায় সৎ বা অসৎ হতে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। বর্তমান মুসলিম সমাজে অসততার যে বন্যা দেখা যাচ্ছে তার একটি প্রধান কারণ হলো এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে চালু হয়ে যাওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense বিরোধী নানা কথা। এ সকল কারণে একদিকে মুসলিম সমাজের সুখ, শান্তি ও প্রগতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং অন্যদিকে অসংখ্য মুসলিমের পরকালীন জীবনও ব্যর্থ হচ্ছে।

মুসলিম সমাজে চালু থাকা একটি কথা হলো– মু'মিন ব্যক্তিদের আমলনামায় বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) থাকলেও তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিছুকাল শাস্তি ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে। পুস্তিকাটিতে এ বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর প্রকৃত তথ্যগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। মু'মিনের জাহান্নামের শাস্তির মেয়াদ সম্পর্কিত চালু হয়ে যাওয়া ভুল বা মিথ্যা কথাগুলোর অভিশাপ থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে পুস্তিকাটি ব্যাপকভাবে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এ চেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ : এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল জ্ঞান নয়, বরং কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বা মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে কোনো ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয়। এটা আল্লাহ তা'য়ালা এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনো প্রকার ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। তাই, আল কুরআনে মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) উল্লিখিত আছে। তাহাজ্জুদ সালাত রসুল (স.)-এর জন্য নফল তথা অতিরিক্ত ফরজ ছিল। ইসলামের অন্য সকল অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা কথার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর এটা নির্দ্ধারিণ করা ছিল যে, তিনি মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যেসব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো– সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আরেকটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে[১] এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন- 'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে– কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'[২]

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ/হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা অনুমোদন

১. সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৩, সুরা হুদ/১১ : ১, সুরা ফুসসিলাত/৪১ : ৩

২. ড. হুসাইন আয-যাহাভী, আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬

দিতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও কুরআনের বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

অনুবাদ : আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীস বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

বিষয়টি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের গভীরভাবে জানা দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো–

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ-জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রুগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা (উৎস) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি/Common sense/عَقْلٌ/বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের আলোকে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয়– সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে– মহান আল্লাহর শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের কী লাভ?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি।[৩] পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এগুলো হলো মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারমূলক বিষয়। অন্যদিকে এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানব রুহের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

৩. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী, আত-তাফসীরুল ওয়াসীত, পৃ. ৫৬; আছ-ছা'লাবী, আল-জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসীরিল কুর'আন, খ. ১, পৃ. ১৮

তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৪]

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

অনুবাদ : (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না। (সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানেনি বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির আলোকে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।[৫]

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১ নম্বর তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ৩ নম্বর তথ্যের মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

---

৪. كُلَّهَا শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা তানতাভী রহ. বলেন- আদম আ.-কে এমন জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো যা একজন শ্রবণকারীর ব্রেইনে উপস্থিত থাকে, আর তা তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। (মুহা. সাইয়েদ তানত্বাভী, আত-তাফসীরুল ওয়াসীত, পৃ. ৫৬)

এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একদল বলেছেন- আদম আ.-এর কলবে সেই জ্ঞান নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (আন-নিশাপুরী, আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীরিল বিতাবিল আজীজ, পৃ. ১০; জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীরে জালালাইন, খ. ১, পৃ. ৩৮)

৫. مَالَمْ يَعْلَمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- এটি ঐ জ্ঞান যা আদম আ.-কে মহান আল্লাহ শিখিয়েছিলেন; যা সে পূর্বে জানতো না। (তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস, খ. ২, পৃ. ১৪৮; কুরতুবী, আল-জামিউল লি আহকামিল কুর'আন, খ. ২০, পৃ. ১১৩)

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّاهَا.

অনুবাদ : আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে উপরোল্লিখিত ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৬]

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

৬. যা দিয়ে সে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। (বিস্তারিত : শানকীতী, আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন, খ. ৯, পৃ. ১৮৯)

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো– এ ধরনের ব্যক্তি অসংখ্য মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা পারে না।[৭]

তথ্য-৫

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ : আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ : তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতটি থেকে তাই বোঝা যায়, জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হবে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনটির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

৭. আলূসী, রূহুল মাআনী, খ. ৭, পৃ. ৫০।

হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে; যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নম্বর-৬৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির **'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে'** কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়– সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির **'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে'** অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়– Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়। তাই, Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান; প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ... ... الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرِّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ : الْبِرُّ مَا

سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ.

অনুবাদ : *আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে–* আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম– হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। রাবী বলেন, তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস (মন তথা মনে থাকা আকল) প্রশান্ত হয় ও তোমার ক্বলব (মন তথা মনে থাকা Common sense) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ (কায়রো : মুয়াস্সাসাতু কর্দোভা, তা.বি.), হাদীস নম্বর- ১৭৭৭৭
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির **'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয়'** বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

অনুবাদ : *আবূ উমামা রা.-এর বর্ণনা সনদের সপ্তম ব্যক্তি আবদুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে–* আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল (স.)! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী (স.) বলেন– যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর- ২২২২০।
- হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির **'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে'** অংশ থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির **'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন'** অংশ থেকে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় যে– Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস থেকে সহজে জানা যায়– Common sense/আকল/বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎস।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ.

অনুবাদ : শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense (আকল/বিবেক) ধারণকারী ব্যক্তিকে বোঝায়।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে যেকোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার আলোকে পরিচালিত গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা'** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো–

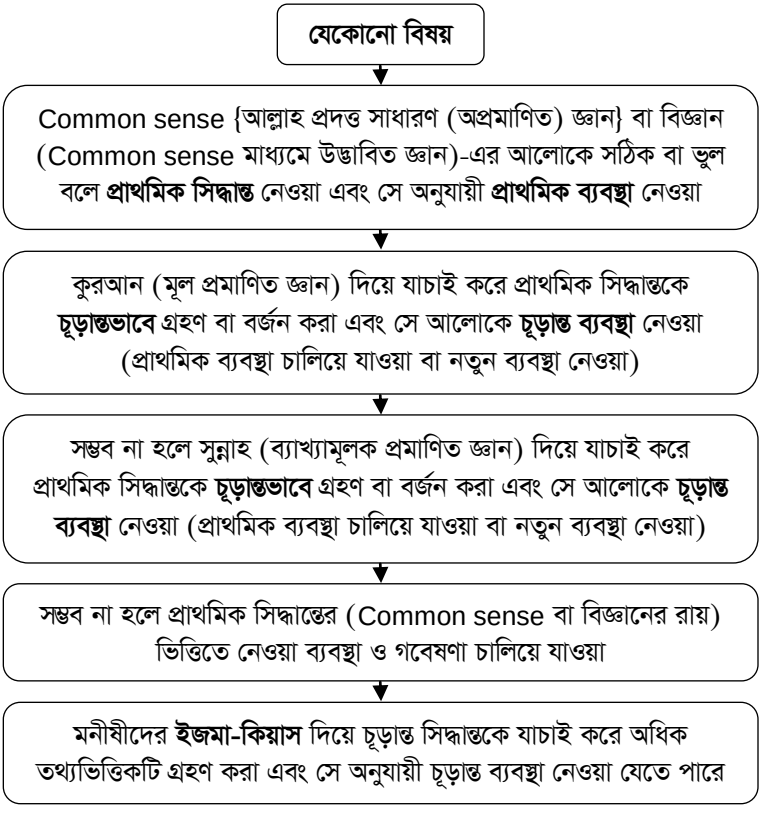

কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত
অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

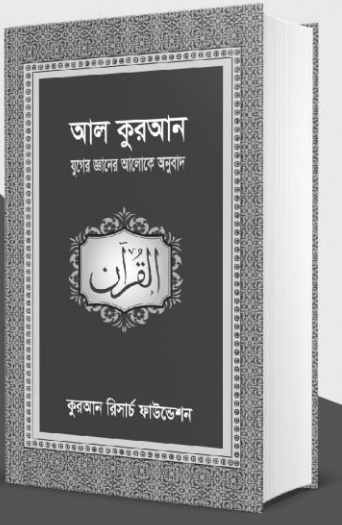

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের
আলোকে অনুবাদ

নিজে পড়ুন

**সকলকে পড়তে
উৎসাহিত করুন**

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে
সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান

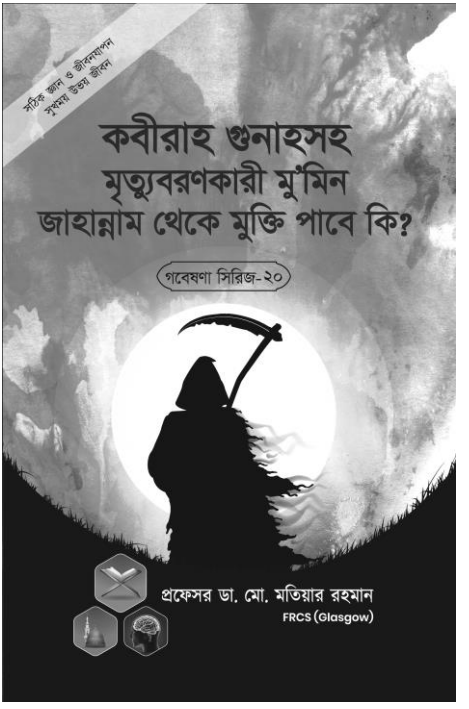

মূল বিষয়

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে চালু থাকা একটি কথা হচ্ছে– কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন (ঈমানদার) ব্যক্তিরা পরকালে জাহান্নামে গেলেও সেখানে তাদের স্থায়ীভাবে থাকতে হবে না। কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর তারা অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে। এ কথা মানুষকে অসৎ হতে দারুণভাবে উৎসাহিত করে।

আমাদের এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে– কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যে, কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন কিছু দিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে, বর্তমান পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে চালু থাকা এ কথাটি সঠিক কি না। আর সঠিক না হলে সঠিক কথাটি কী সেটিও বের করা এবং জাতিকে জানানো। আর এর মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও মানবতাকে দুনিয়া ও আখিরাতের মারাত্মক অকল্যাণ থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে নিজ দায়িত্ব পালন করা।

‘কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু’মিন কিছুদিন জাহান্নাম ভোগ করে জান্নাতে গেলে’ আমার/আমাদের অসুবিধা

বেশ কিছু ব্যক্তি আমাকে বলেছেন ‘কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু’মিন কিছুদিন জাহান্নাম ভোগ করে জান্নাতে গেলে আমার/আমাদের অসুবিধা কী?’ প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই, চলুন প্রথমে প্রশ্নটির উত্তর জেনে নেওয়া যাক–

অসুবিধা-১

আমি/আমরা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর ভিত্তিতে শতভাগ নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি যে– ‘কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু’মিন কিছুদিন জাহান্নাম ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাতে যাবে’ এই প্রচারণাটি মোটেই সঠিক নয়।

কিন্তু প্রচারণাটির প্রভাবে আমার/আমাদের আপন পিতা-মাতা, আদি পিতা-মাতা ও ঈমানী সূত্রের কোটি কোটি ভাই ও বোন এমন সব কাজ করছে যে কারণে তারা নিশ্চিতভাবে চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে। তাই, আমার/আমাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড কষ্ট ও যন্ত্রণা।

অসুবিধা-২

প্রচারণাটির প্রভাবে বর্তমান মুসলিম ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের কাজ-কর্ম দেখে, আমার/আমাদের আদি পিতা-মাতার সূত্রের কোটি কোটি ভাই ও বোন (অমুসলিম) ঈমান না আনতে পারার কারণে চিরকালের জন্য জাহান্নামে চলে যাচ্ছে। তাই, আমার/আমাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড কষ্ট ও যন্ত্রণা।

অসুবিধা-৩

প্রচারণাটির প্রভাবে বর্তমান মুসলিম সমাজ ও দেশের অবস্থা দেখে, মেধাবি ও সৎ মুসলিম ছেলে-মেয়েরা দেশ ছেড়ে অমুসলিম দেশে চলে যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে তাদের অধিকাংশই বিপথে চলে যাচ্ছে। তাই, আমার/আমাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড কষ্ট ও যন্ত্রণা।

অসুবিধা-৪

প্রচারণাটির কারণে মুসলিম সমাজে–

১. দ্বৈত মানের (Double standard) লোকের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে।

২. অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি, ভেজাল, ঘুষ ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে।

ফলে সৎ মানুষদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে। তাই, আমার/আমাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড কষ্ট/যন্ত্রণা।

মনের এ কষ্ট/যন্ত্রণাসমূহ লাঘব করার জন্য আমি/আমরা বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর স্পষ্ট তথ্যগুলো মুসলিম জাতির কাছে তুলে ধরার জন্য সব ধরনের চেষ্টা করছি।

কুরআন ও সুন্নাহ পর্যালোচনা করে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা মু'মিনের জাহান্নামের মেয়াদ জানতে হলে কমপক্ষে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে

কুরআন ও সুন্নাহ পর্যালোচনা করে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা মু'মিনের জাহান্নামের মেয়াদ জানতে হলে নিম্নের বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে–

১. কুরআনের জ্ঞান অর্জন ও ব্যাখ্যা করার মূলনীতি।

২. গুনাহর সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ।

৩. 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা।

৪. আমল মাপার পদ্ধতি।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো– এ ৪টি বিষয় সম্পর্কে বর্তমান মুসলিম জাতির অধিকাংশের ধারণা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর সাথে সঙ্গতিশীল নয়। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত যথাযথ বইতে বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে Common sense

Common sense-এর কমপক্ষে ৪টি দৃষ্টিকোণ থেকে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। দৃষ্টিকোণ ৪টির শিরোনাম–

১. অসৎ মু'মিন তৈরি হওয়ার দৃষ্টিকোণ
২. ইসলামী আইনে দুনিয়ার বিচারে শাস্তির মেয়াদের দৃষ্টিকোণ
৩. গুনাহ মাফের সুযোগ না নেওয়ার দৃষ্টিকোণ
৪. কাজের মূল্য না পাওয়ার দৃষ্টিকোণ।

দৃষ্টিকোণ ৪টির পর্যালোচনা

দৃষ্টিকোণ-১

অসৎ মু'মিন তৈরি হওয়ার দৃষ্টিকোণ

ঈমান আনা আমলটির একটি সরল অর্থ হলো– আল্লাহর ইলাহিত্ব তথা আল্লাহর সরকারকে স্বীকার করা। আর গণিতশাস্ত্র অনুযায়ী– কিছুকাল, অনন্তকালের তুলনায় শূন্য সময়। চাই সে কিছুকাল যত বড়োই হোক না কেন। তাই মানুষের দুনিয়ার জীবনের সাথে তুলনা করলে, অনন্তকালের তুলনায় কিছুকাল হবে– এক সেকেন্ডেরও অনেক কম সময়। আর তাই বড়ো গুনাহ করলেও ঈমান থাকলে কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাওয়া বিষয়টির দুনিয়ার সমতুল্য কথা হবে– 'বর্তমান সরকারকে স্বীকার করে বড়ো অপরাধ করলেও এক সেকেন্ডের চেয়ে কম সময় জেলখানার ডেথ সেলে থাকার পর মুক্তি পেয়ে বাকি জীবন মহা শান্তিতে মুক্তভাবে কাটানোর ব্যবস্থা থাকবে' কথাটি চালু থাকা।

পৃথিবীর যেকোনো দেশের আইনে যদি ঐ ধরনের একটি আইন সত্যিই উপস্থিত থাকে এবং তা সকলের জানা থাকে, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– ঐ দেশে বড়ো বড়ো অপরাধীর সংখ্যা অগণিত হবে এবং সেখানকার সমাজ জীবনে শান্তির লেশমাত্রও থাকবে না। অর্থাৎ সেখানকার সমাজ জীবন ব্যর্থ হবে।

এ উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়– একজন ঈমানদার ব্যক্তি বড়ো গুনাহগার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও পরকালে কিছু দিন জাহান্নামে থেকে চিরকালের জন্য জান্নাতে যেতে পারবে এমন একটি কথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় উপস্থিত থাকলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল মুসলিম সমাজে যা হবে তা হলো–

ক. অসংখ্য ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি ইসলামের বড়ো বড়ো আমল ছেড়ে দেবে বিশেষ করে যে আমলগুলো পালন করতে ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার বা ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

খ. মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য (কুরআনকে সকল জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত হার্ড কপি হিসেবে বিশ্বাস রেখে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা) বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। কারণ, আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হলে অসংখ্য মু'মিনকে বিপদসংকুল ও কঠিন ত্যাগ স্বীকার করা লাগে এমন অনেক কাজ করতে হবে।

ইসলাম মানুষকে সৎ বানাতে চায়; অসৎ বানাতে চায় না। তাই, Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকে সহজে বলা যায়– কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন (ঈমানদার) ব্যক্তিরা পরকালে জাহান্নামে গেলে সেখানে তাদের স্থায়ীভাবে থাকতে হবে না। কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর তারা অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে এমন কথা ইসলামের কথা হওয়ার কথা নয়।

দৃষ্টিকোণ-২

ইসলামী আইনে দুনিয়ার বিচারে শাস্তির মেয়াদের দৃষ্টিকোণ

কবীরা গুনাহ হচ্ছে বড়ো অপরাধ। ইসলামী জীবন বিধানে দুনিয়াতে বড়ো অপরাধ করা মু'মিনদের স্থায়ী শাস্তি তথা মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। যেমন– অন্যায়ভাবে হত্যার শাস্তি স্বরূপ মু'মিনকে হত্যা করা, যিনার জন্য মু'মিনকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা।

তাই Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়– কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের পরকালে স্থায়ী শাস্তি তথা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকার শাস্তি, ইসলাম সম্মত হওয়ার কথা।

দৃষ্টিকোণ-৩

গুনাহ মাফের সুযোগ না নেওয়ার দৃষ্টিকোণ

কুরআন ও সুন্নাহের তথ্য থেকে (পরে আসছে) স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে খালিস নিয়াতে তাওবা করলে আল্লাহ মু'মিনের (মানুষের হক ফাঁকি দেওয়ার গুনাহ ছাড়া) ছগীরা-কবীরা সকল গুনাহ মাফ করে দেন। তাই, শেষ বিচারের দিন ঐ মু'মিন প্রথম থেকে চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে। যে দুষ্ট মু'মিন আল্লাহর দেওয়া এই অপূর্ব সুযোগ গ্রহণ না করে মৃত্যু পর্যন্ত কবীরা গুনাহ তথা বড়ো অপরাধ করে দুনিয়ায় মহা অশান্তি সৃষ্টি করেছে, তাকে মাফ করা Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকে যৌক্তিক নয়। ঐ মু'মিনের চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি হওয়াই যৌক্তিক।

দৃষ্টিকোণ-৪

কাজের মূল্য না পাওয়ার দৃষ্টিকোণ

কবীরা গুনাহ হলো মৌলিক ভুল। আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন হলো– কোনো কর্মকাণ্ডে একটি মৌলিক ভুল থাকলে ঐ কর্মকাণ্ডটি আংশিক নয় শতভাগ ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ ঐ কর্মকাণ্ডের কৃত সঠিক কাজসমূহের কোনো ফল পাওয়া যায় না।

উদাহরণ স্বরূপ অপারেশন করা কাজটি ধরা যাক। একটি অপারেশনে পাঁচটি মৌলিক ও দশটি অমৌলিক বিষয় আছে ধরা যাক। একজন সার্জন যদি সকল অমৌলিক বিষয় এবং চারটি মৌলিক বিষয় সঠিকভাবে করে কিন্তু একটি মৌলিক বিষয়ে ভুল করে তবে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন হলো অপারেশনটি আংশিক নয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ সার্জনটির করা সঠিক কাজগুলোর কোনো মূল্য বা ফল পাওয়া যায় না।

মানুষের জীবন পরিচালনাও একটি বড়ো কর্মকাণ্ড। সেখানে অনেক মৌলিক (কবীরা) এবং অমৌলিক (ছগীরা) কাজ আছে। তাই, আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম, বিধান বা প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী একজন মানুষ যদি জীবন সম্পর্কিত সকল অমৌলিক কাজ এবং একটি বাদে অন্য সবগুলো মৌলিক কাজ সঠিকভাবে পালন করে এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে তার কৃত সঠিক কাজগুলোর কোনো ফল পরকালে পাওয়ার কথা নয়। অর্থাৎ তার চিরকাল জাহান্নামে থাকার কথা।

তাই, Common sense-এর এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়– কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন (ঈমানদার) ব্যক্তিরা পরকালে জাহান্নামে

গেলেও সেখানে তাদের স্থায়ীভাবে থাকতে হবে না এমন কথা ইসলামের বক্তব্য হওয়ার কথা নয়।

♦♦ ২৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়– ঈমান থাকলে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলেও মু'মিন কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে এমন কথা ইসলাম সম্মত হওয়ার কথা নয়। বরং একটি কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে এ ধরনের কথাই ইসলামের তথ্য হওয়ার কথা।

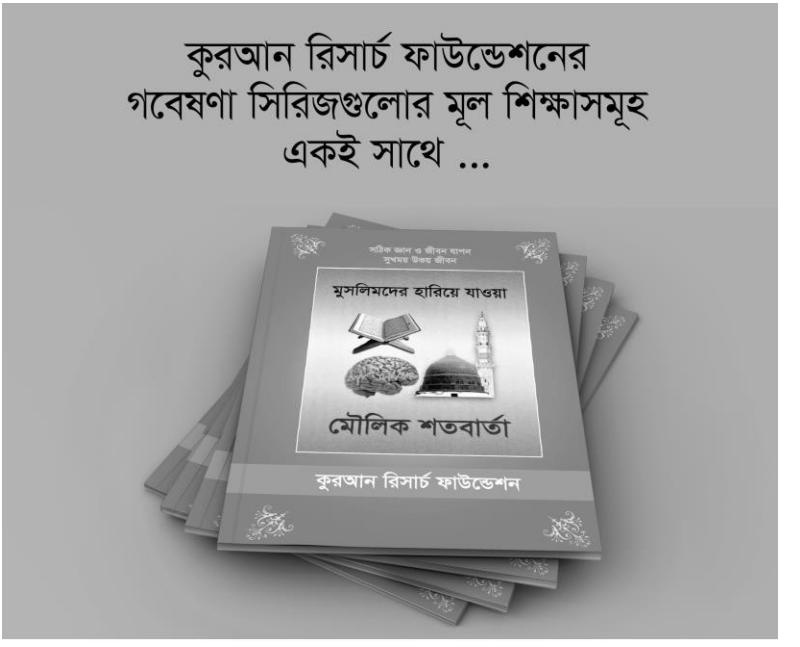

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে
সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান

কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে আল কুরআন

আমাদের গবেষণা মতে, কবীরা গুনাহ ও জাহান্নামের সম্পর্কের বিষয়ে কমপক্ষে ১৪টি দৃষ্টিকোণের তথ্য আল কুরআনে উপস্থিত আছে। ঐ ১৪টি দৃষ্টিকোণের শিরোনাম–

১. আমল না থাকলে ঈমানের মূল্য পাওয়া যাবে না।

২. পরকালে মুসলিম ঘরে জন্মানো মু'মিনের শাস্তি অমুসলিম ঘরে জন্মানো কাফিরের শাস্তির তুলনায় দ্বিগুণ হওয়ার দৃষ্টিকোণ।

৩. ইসলামী জীবন বিধানে পরকাল থাকার কারণের দৃষ্টিকোণ।

৪. উপাসনামূলক ইবাদাতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার দৃষ্টিকোণ।

৫. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার দৃষ্টিকোণ।

৬. আল্লাহ তা'য়ালার পরম দয়ালু এবং দৃষ্টান্তমূলক ও কঠোর শাস্তিদাতা হওয়ার দৃষ্টিকোণ।

৭. শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে অপরাধী নয় সমাজের দিকে দৃষ্টি রাখা সম্পর্কিত আয়াতের দৃষ্টিকোণ।

৮. তাওবার মাধ্যমে গুনাহ মাফ না করিয়ে মারা গেলে কবীরাগুনাহ মাফ না হওয়ার দৃষ্টিকোণ।

৯. পরকালে আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত আয়াতের দৃষ্টিকোণ।

১০. আমলনামায় একটি মাত্র কবীরা গুনাহ থাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত আয়াতের দৃষ্টিকোণ।

১১. কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর বের হয়ে এসে জান্নাত পাওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত আয়াতের দৃষ্টিকোণ।

১২. আমল মাপার নীতিমালার সাথে সম্পর্কযুক্ত আয়াতের দৃষ্টিকোণ।

১৩. সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলের অনুষ্ঠানের শিক্ষার দৃষ্টিকোণ।

১৪. রাসূল (স.)-এর আল্লাহর কাছে করা অভিযোগের (বিপরীত শাফায়াত) দৃষ্টিকোণ।

উল্লিখিত ১৪টি দৃষ্টিকোণের শিক্ষা ধারণকারী আয়াতসমূহের কয়েকটি–

দৃষ্টিকোণ-১

আমল ছাড়া ঈমানের মূল্য না থাকার শিক্ষা ধারণকারী আয়াত

তথ্য-১

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ

অনুবাদ : (ঈমান আনার ব্যাপারে) তারা কি শুধু অপেক্ষা করে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের নিদর্শন আসবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোনো নিদর্শন (মৃত্যু বা অন্য আজাব) আসবে সেদিন তার ঈমান কোনো কাজে আসবে না যে পূর্বে ঈমান আনেনি অথবা ঈমান থাকা অবস্থায় (আ'মল করার মাধ্যমে) নেকী অর্জন করেনি। (সুরা আন'আম/৬ : ১৫৮)

তথ্য-২

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُوْنَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ.

অনুবাদ : মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদেরকে (আ'মলের মাধ্যমে) পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমরা তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছিলাম, অতঃপর আল্লাহকে অবশ্যই (কাজের মাধ্যমে) জেনে নিতে হবে কে (ঈমান আনার ব্যাপারে) সত্যবাদী এবং অবশ্যই জেনে নিতে হবে কে মিথ্যাবাদী।

(সুরা আন-কাবুত/২৯ : ২)

তথ্য-৩

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .

অনুবাদ : কালের কসম। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। (সুরা আসর/১০৩ : ১-৩)

তথ্য-৪

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا.

অনুবাদ : আর যে সৎকাজ করে এবং মু'মিন, সে কোনো অবিচার ও ক্ষতির আশঙ্কা করবে না।

(সুরা ত্বাহা/২০ : ১১২)

তথ্য-৫

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا.

অনুবাদ : আর পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে সৎকাজ করবে এবং (সাথে সাথে) মু'মিন হবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দু-পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

(সুরা আন-নিসা/৪ : ১২৪)

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াতসমূহ অনুযায়ী– দুনিয়ায় ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল না থাকলে পরকালে ঐ ঈমানের অবশ্যই কোনো মূল্য পাওয়া যাবে না।[৮] তাই, 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে' কথাটি অবশ্যই সঠিক নয়।

দৃষ্টিকোণ-২

পরকালে মুসলিম ঘরে জন্মানো মু'মিনের শাস্তি অমুসলিম ঘরে জন্মানো কাফিরের শাস্তির তুলনায় দ্বিগুন হওয়ার শিক্ষা ধারণকারী আয়াত

তথ্য-১

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ

অনুবাদ : তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন[৯], যেন যাকে যা দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা (বিচার) করতে পারেন।

(সুরা আন'আম/৬ : ১৬৫)

---

৮. মুহা. মুতাওয়াল্লী আশ-শারায়ী, তাফসীরুস শারায়ী আল খাওয়াতির, পৃ. ৯৬১

৯. একজনকে অন্যজন থেকে (শক্তি, রিজিক, সৃষ্টি ও চারিত্রিক বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। (আব্দুর রহমান ইবন নাসির ইবন সা'দী, *তাইসীরুল কারীম আর-রহমান ফী তাফসীরি কালাম আল-মান্নান*, বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২০০০ খ্রি., পৃ. ২৮২)

তথ্য-২

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا.

অনুবাদ : আর যখন তারা (মু'মিনগণ) ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না, বরং তারা থাকে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে। আর তারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না, আর আল্লাহ যাকে হত্যা নিষেধ করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকবে। (সুরা আল-ফুরকান/২৫ : ৬৭-৬৯)

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াত অনুযায়ী একই ধরনের অপরাধের (গুনাহ) জন্য পরকালে মুসলিম ঘরে জন্মানো মু'মিনের শাস্তি অমুসলিম ঘরে জন্মানো কাফিরের শাস্তির তুলনায় দ্বিগুণ হবে।[১০]

দৃষ্টিকোণ-৩

পরকাল থাকার কারণের শিক্ষা ধারণকারী আয়াত

তথ্য-১

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ

অনুবাদ : যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? (সুরা মূলক/৬৭ : ২)

তথ্য-২

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم .

অনুবাদ : নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমাদেরই দিকে। অতঃপর তাদের (আমলের) হিসাব আমাদেরই দায়িত্বে। (সুরা গাশিয়া/৮৮ : ২৫, ২৪)

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়– ইসলামী জীবন বিধান মানুষকে সৎ থাকতে উৎসাহিত বা বাধ্য করে। কেননা, মহান আল্লাহ রাব্বুল

১০. মুহাম্মাদ সাইয়্যেদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৩১৪৫; ইবন জাযয়ী, *আত-তাসহীলু লি 'উলূমিলত তানযীল*, পৃ. ১২৯০।

আলামীন মানুষের হায়াত ও মউত সৃষ্টি করেছেন এ জন্য যে, কে তাদের মধ্যে অধিক সৎকাজ করতে পারে।[১১]

তাই 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নামে গেলেও একদিন না একদিন জান্নাত পাবে' কথাটি মানুষকে অসৎ হতে দারুণভাবে উৎসাহিত করে। তাই, এ সকল আয়াত অনুযায়ী কথাটি অবশ্যই কুরআন বিরোধী।

দৃষ্টিকোণ-৪

উপাসনামূলক ইবাদাতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার শিক্ষা ধারণকারী আয়াত

তথ্য-১

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অনুবাদ : নিশ্চয়ই সালাত (ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের) অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে দূরে রাখে। (সুরা আনকাবুত/২৯ : ৪৫)

তথ্য-২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হলো যেমন তা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা (সিয়ামের অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতন (সৎ) মানুষ হতে পারো। (সুরা বাকারা/২ : ১৮৩)

তথ্য-৩

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ

অনুবাদ : কখনই আল্লাহর কাছে তাদের (কুরবানির পশুর) গোশত এবং রক্ত পৌঁছে না, বরং পৌঁছে (এর শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হওয়া) তোমাদের (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতনতা। (সুরা হাজ্জ/২২ : ৩৭)

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায়– ইসলাম বিভিন্ন ইবাদাতের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে সৎ মানুষ তৈরি করতে চায়। 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নামে গেলেও একদিন না একদিন জান্নাত পাবে' কথাটি দ্বৈত মানের (Double standard) মু'মিন তৈরি হতে দারুণভাবে উৎসাহিত করে। সুতরাং, কথাটি অবশ্যই কুরআন বিরুদ্ধ।

---

১১. মুহাম্মাদ সাইয়্যেদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৪২৬৪।

দৃষ্টিকোণ-৫

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের শিক্ষা ধারণকারী আয়াত

মানব জীবনের কাজগুলো চারভাগে বিভক্ত–

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় ও অন্যায় কাজ	শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সকল বিষয়ে ভূমিকা রাখা, কারো ক্ষতি না করা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

মানব জীবনের চার বিভাগের কাজসমূহের মধ্যে ন্যায় কাজ ও অন্যায় কাজসমূহ হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর বাকি তিন বিভাগের কাজসমূহ হলো মানব জীবনের পাথেয়। তথা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

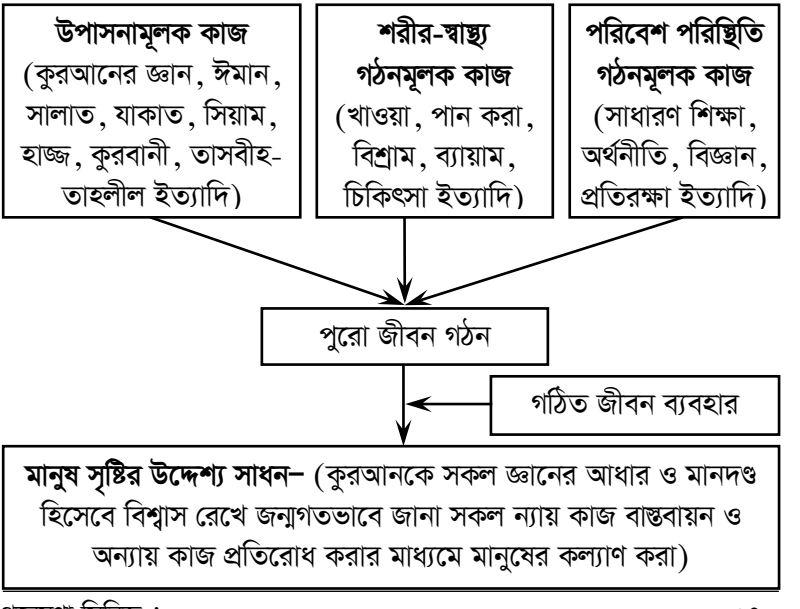

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয়'** (গবেষণা সিরিজ-১) নামক বইটিতে।

দুনিয়ার জীবনের দিক থেকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানার গুরুত্ব কী?

১. জীবন ব্যবহার করে কল্যাণ পাওয়া।

২. জীবন সম্পর্কিত ভুল তথ্য ধরতে পারা।

আর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে জীবন সম্পর্কিত ভুল তথ্য ধরতে পারার পদ্ধতি হলো– যে বিষয়, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পথে স্পষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা মানুষের জীবনের ব্যাপারে ভুল বিষয়।

'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা মু'মিন কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে' কথাটি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী তথ্য। তাই, কথাটি অবশ্যই ইসলাম বিরোধী কথা।

দৃষ্টিকোণ-৬

আল্লাহ তা'য়ালা পরম দয়ালু এবং দৃষ্টান্তমূলক ও কঠোর শাস্তিদাতা হওয়ার শিক্ষা ধারণকারী আয়াত

তথ্য-১

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

অনুবাদ : আর পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও, এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক (শিক্ষামূলক) শাস্তি। আর আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

(সুরা মায়েদা/৫ : ৩৮)

তথ্য-২

غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ

অনুবাদ : যিনি পাপ ক্ষমাকারী ও তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা (এবং) শক্তিশালী।[১২]

(সুরা মু'মিন/৪০ : ৩)

১২. এই আয়াতে মন্দ কাজ করলে তাওবা করার প্রতি উৎসাহ এবং তাওবা না করলে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। (শিহাবুদ্দীন আলূসী, রুহুল মা'আনী, খ. ১৮, পৃ. ৪০)

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায়– কুরআন বড়ো অপরাধ বন্ধ করার জন্য কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে বলে। তাই বলা যায় যে, 'কবীরা গুনাহসহ (বড়ো অপরাধ) মৃত্যুবরণ করা মু'মিন কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাওয়া' অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নয়। অন্যদিকে 'কবীরা গুনাহসহ (বড়ো অপরাধ) মৃত্যুবরণ করা মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে' দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। তাই, কুরআন অনুযায়ী এটি ইসলামী শাস্তির বিধান হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

দৃষ্টিকোণ-৭

শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে অপরাধী নয়, সমাজের দিকে দৃষ্টি রাখার শিক্ষা ধারণকারী আয়াত

তথ্য-১

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীর প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করো। আর আল্লাহর দণ্ডবিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি কোনো প্রকার মমতা যেন তোমাদের পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হও। আর মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

(সুরা নূর/২৪ : ২)

তথ্য-২

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

অনুবাদ : পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও, এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক (শিক্ষামূলক) শাস্তি। আর আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

(সুরা মায়েদা/৫ : ৩৮)

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াত দু'টি থেকে সহজে জানা যায়– কুরআন শাস্তি দেওয়ার সময় অপরাধী নয় সমাজের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখতে বলেছে। 'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা মু'মিন কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে' শাস্তির বিধানটি বেশি দৃষ্টি দেয় অপরাধীর

দিকে। তাই, কুরআন অনুযায়ী এটি ইসলামী শাস্তির বিধান হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্যদিকে 'কবীরা গুনাহসহ (বড়ো অপরাধ) মৃত্যুবরণ করা মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে' বিধানটি বেশি দৃষ্টি দেয় সমাজের দিকে। তাই, কুরআন অনুযায়ী এটি ইসলামী শাস্তির বিধান হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে।

দৃষ্টিকোণ-৮

তাওবার মাধ্যমে মাফ না করিয়ে মারা গেলে কবীরাগুনাহ আর মাফ না হওয়ার শিক্ষা ধারণকারী আয়াত

তথ্য-১

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَآئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ

অনুবাদ : যারা কবীরা গুনাহসমূহ (শিরক ও অন্যান্য বড়ো গুনাহ) ও অশ্লীল কাজ থেকে মুক্ত থাকবে, কিন্তু কবীরা থেকে ছোটো মাত্রার (মধ্যম ও ছগীরা) গুনাহ থেকে নয়, (তাদের ব্যাপারে) নিশ্চয় তোমার রবের ক্ষমার পরিধি ব্যাপক।

(সুরা নাজম/৫৩ : ৩২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির বক্তব্য হলো– মু'মিন যদি শিরক ও অন্যান্য বড়ো গুনাহ এবং অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকতে বা তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে নিয়ে পরকালে যেতে পারে, তবে তাদের মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ মাফ করার আল্লাহর নানা ধরনের (নেক আমল, শাফায়াত ইত্যাদি) ব্যবস্থা আছে।

তথ্য-২

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

অনুবাদ : আর যখন তারা (মু'মিনগণ) ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না আবার কৃপণতাও করে না, বরং তারা থাকে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে। আর তারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে

না। এগুলো (এ কবীরা গুনাহগুলো) যে (মু'মিন) করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকবে। সে ছাড়া যে তাওবা করে, ঈমান দৃঢ় করে নেয় ও সৎকাজ করে, অতঃপর আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পরিবর্তন করে দেবেন নেকী দিয়ে। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা ফোরকান/২৫ : ৬৭-৭০)

তথ্য-৩

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا . وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

অনুবাদ : আল্লাহর কাছে তাওবা শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা জাহালত বশত (জ্ঞান অর্জনের সময় জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense-কে গুরুত্ব না দেওয়া বশত) গুনাহ/নিষিদ্ধ কাজ করে এবং অনতি বিলম্বে তাওবা করে, বস্তুত এদের তাওবাই আল্লাহ কবুল করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। আর তাওবা তাদের জন্য নয়, যারা গুনাহর কাজ করে যেতেই থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু উপস্থিত হয়, (তখন) বলে– আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যেও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (জাহান্নাম) প্রস্তুত রেখেছি।

(সুরা নিসা/৪ : ১৭, ১৮)

তথ্য-৪

بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

অনুবাদ : হ্যাঁ, যারা গুনাহ করবে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে জড়িয়ে থাকবে (তাওবার মাধ্যরে মাফ না করিয়ে কবীরা গুনাহ বেষ্টিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে) তারা জাহান্নামী হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

(সুরা বাকারা/২ : ৮১)

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াত থেকে সহজে বোঝা যায়– কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ না করিয়ে মারা গেলে আর মাফ হবে না। তাই, শেষ বিচারের দিন আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকতে হবে।

দৃষ্টিকোণ-৯

শিরক ও অন্য কবীরা গুনাহ ও জান্নাতের মধ্যকার সম্পর্কের সরাসরি শিক্ষা ধারণকারী আয়াত

তথ্য-১

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا.

অনুবাদ : যদি তোমরা (মু'মিনরা) কবীরা গুনাহসমূহ (শিরক ও অন্যান্য বড়ো গুনাহ) থেকে মুক্ত থাকতে পারো, তাহলে আমরা তোমাদের কবীরা থেকে ছোটো মাত্রার (মধ্যম ও ছগীরা) গুনাহ মাফ করে দেবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে (জান্নাত) প্রবেশ করাবো। (সুরা নিসা/৪ : ৩১)

তথ্য-২

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى لِلَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَآئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ.

অনুবাদ : বস্তুত তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ্যসামগ্রী। কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী (জান্নাতের সামগ্রী); (ওটা) তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের ওপর নির্ভর করে। আর যারা কবীরা গুনাহসমূহ (শিরক ও অন্যান্য বড়ো গুনাহ) ও অশ্লীল কাজ থেকে মুক্ত থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে দেয়।

(সুরা শুরা/৪২ : ৩৬, ৩৭)

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াতগুলো থেকে সরাসরি জানা যায়– জান্নাত পেতে হলে শিরক, অন্যান্য বড়ো গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে মুক্ত হয়ে পরকালে যেতে হবে। তাহলে আয়াতগুলো অনুযায়ী শেষ বিচারের দিন আমলনামায় শিরক বা অন্য কবীরাগুনাহ থাকলে জান্নাত পাওয়া যাবে না তথা চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

দৃষ্টিকোণ-১০

একটিমাত্র কবীরাগুনাহ ও জাহান্নামের সম্পর্কের সরাসরি শিক্ষা ধারণকারী আয়াত

তথ্য-১

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً ... ... وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا.

অনুবাদ : কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কোনো মু'মিনের জন্য সঙ্গত নয়, তবে ভুলবশত করলে স্বতন্ত্র কথা... ... ... আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তার স্থান জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে, আর আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন, তাকে লা'নত করেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মহাশাস্তি। (সুরা নিসা/৪ : ৯২, ৯৩)

তথ্য-২

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

অনুবাদ : অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম; অতঃপর যে ব্যক্তির কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছার পর সে বিরত হয়েছে, সে পূর্বে যা খেয়েছে তা তারই (বিষয়), তবে তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পিত। আর যারা (নির্দেশ পাওয়ার পরও) পুনরাবৃত্তি করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সুরা বাকারা/২ : ২৭৫)

তথ্য-৩

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

অনুবাদ : আর যে (মু'মিন) ব্যক্তি (মিরাস বণ্টনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্য হবে এবং তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি। (সুরা নিসা/৪ : ১৪)

সম্মিলিত শিক্ষা : এ আয়াতসমূহ থেকে সরাসরি জানা যায়– একটি মাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

দৃষ্টিকোণ-১১

কিছুকাল জাহান্নাম খেটে জান্নাত পাওয়া বিষয়ক সরাসরি শিক্ষা ধারণকারী আয়াত

তথ্য-১

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

অনুবাদ : তুমি কি তাদের দেখোনি যাদের কিতাবের আংশিক জ্ঞান (কুরআন ভিন্ন অন্য কিতাবের জ্ঞান) প্রদান করা হয়েছিল? তাদেরকে যখন আল্লাহর (পরিপূর্ণ) কিতাব (আল কুরআন)-এর দিকে আহ্বান করা হয় নিজেদের মাঝে (বিদ্যমান বিবাদ) মীমাংসা করার জন্য, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা সেথায় স্থির থাকে। তা এজন্য যে, তারা বলে (মনে করে), নির্দিষ্ট কিছুদিন ছাড়া আগুন (জাহান্নাম) আমাদের স্পর্শ করবে না (কারণ আমরা তো পরিপূর্ণ কিতাব কুরআনের কিছু অনুসরণ করছি)। বস্তুত তারা যে কথা বানিয়ে নিয়েছে সেটি তাদেরকে নিজেদের দ্বীন (ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা) সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ২৩-২৪)

ব্যাখ্যা : কুরআনে উল্লেখিত আল্লাহর পাঠানো বড়ো কিতাবের সংখ্যা চারটি– তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন। এ চারটি কিতাবের মধ্যে কুরআন হলো পরিপূর্ণ। পূর্বের তিনটি কিতাবে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত না হলেও সকল কিতাবে তিনটি বিষয়ে কোনো পার্থক্য নেই। সে তিনটি বিষয় হচ্ছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ, নবী-রাসূল ও পরকাল বিষয়ে সকল কিতাবের মূল বক্তব্য অভিন্ন। ইসলাম পালনের বিধি-বিধান অর্থাৎ শরীয়াতের বিধি-বিধান সম্পর্কে পূর্বের তিনটি কিতাব ও কুরআনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

আয়াত তিনটিতে যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের কিয়দাংশ দেওয়া হয়েছে তাদের অবস্থা তথা কুরআন বাদে অন্য কিতাবধারীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ জানিয়েছেন ঐ কিতাবধারীদের যখন তাদের মধ্যকার বিরোধের ফয়সালার জন্য পরিপূর্ণ কিতাব তথা আল কুরআনের ফয়সালার দিকে ডাকা হয় তখন তাদের একদল তা মেনে নেয় এবং এক দল অমান্য করে ও নিজেদের অবস্থানে দৃঢ় থাকে।

এরপর আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– যে দল কুরআনের ফয়সালা অমান্য করে ও নিজেদের অবস্থানে দৃঢ় থাকে তারা মনে করে যে, জাহান্নামের আগুন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। আর করলেও তা শুধু অল্প কিছু দিনের জন্য হবে। মহান আল্লাহ ২৪ নং আয়াতের শেষে বলেছেন– ঐ ধারণা বিশ্বাস তাদের মনগড়া এবং সেটি তাদের দ্বীন তথা ইসলাম সম্পর্কে একটি চরম ভুল ধারণা।

একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়, ঐ লোকদের ধারণা-বিশ্বাস ছিল– তারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করে (অর্থাৎ তাদের ঈমান আছে)

এবং তারা পরিপূর্ণ ইসলাম তথা কুরআনিক ইসলামের কিছু অনুসরণ করে। তাই, কুরআনের দু'একটি বিষয় বা ফয়সালা না মানলে তাদের জাহান্নামে যেতে হবে না। আর যেতে হলেও তা চিরস্থায়ী হবে না। অল্প কিছু দিন শাস্তি ভোগ করে তারা ঈমান এবং কৃত কিছু নেক আমলের দরুন চিরকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে।

কুরআনের ফয়সালা না মানা কবীরা গুনাহ। তাই আল্লাহ আয়াত দু'টির মাধ্যমে সকল মুসলিমদের জানিয়ে দিয়েছেন– মু'মিন কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলে কিছু দিন জাহান্নামে ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে এ তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃত তথ্য হচ্ছে একটি মাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করলেও মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

তথ্য-২

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

অনুবাদ : আর তারা বলে– জাহান্নামের আগুন আমাদের কখনো স্পর্শ করবে না, গণনাযোগ্য কয়েকটি দিন ছাড়া। বলো– তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি নিয়েছো? অথচ আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছো, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই? বস্তুত যারা গুনাহ করবে এবং তাদের গুনাহ দিয়ে জড়িয়ে থাকবে তারা জাহান্নামী হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

(সুরা বাকারা/২ : ৮০, ৮১)

ব্যাখ্যা : ১নং তথ্যের আয়াত দু'টির মতো আলোচ্য ৮০ নং আয়াতের প্রথমে কিতাবধারীরা পরকালে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার বিষয়ে একই ধারণা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে অভিন্ন কথা বলেছে। কিতাবধারীদের ঐ ধরনের ধারণা-বিশ্বাসের উত্তরে আল্লাহ এখানে প্রথমে তাদের জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন– তারা কি ঐ রকম কোনো ওয়াদা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে কি না? নাকি তারা না জেনে একটি ভুল বা মিথ্যা কথা আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছে? অর্থাৎ আল্লাহ প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, ঐ রকম কোনো ওয়াদা তাঁর নেই।

আয়াতটির বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করার জন্য পরের আয়াত তথা ৮১ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন– যারা কবীরা গুনাহ করবে এবং সে গুনাহ পরিবেষ্টিত থেকে মৃত্যুবরণ করবে অর্থাৎ মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে তাওবা করে ঐ গুনাহ মাফ করিয়ে না দিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের জাহান্নামে যেতে হবে এবং চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

কেউ কেউ বলে থাকেন– আল কুরআনের এ দুটি তথ্যের বক্তব্য অন্য নবীর উম্মতের জন্য প্রযোজ্য, শেষ নবীর উম্মতের জন্য প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাখ্যা সত্য বলে ধরে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে– মহান আল্লাহর বিচারের নীতিমালা ইনসাফভিত্তিক নয় (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ তিনি শুধু জন্মের সময়ের ভিন্নতার কারণে একই ধরনের অপরাধের জন্য মানুষকে অপরিসীম পার্থক্য সম্বলিত শাস্তি দেবেন। প্রথম নবী (আদম আ.) থেকে শেষ নবী (মুহাম্মাদ স.) পর্যন্ত ইসলামের মূলনীতি যে অভিন্ন তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ : এটি (ইসলাম) স্থায়ী জীবন-ব্যবস্থা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সুরা রুম/৩০ : ৩০)

ব্যাখ্যা : ইসলাম একটি স্থায়ী জীবন ব্যবস্থা কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ইসলামের মূলনীতি সকল যুগের মানুষের জন্য অভিন্ন। জাহান্নামের অবস্থানের মেয়াদ স্থায়ী না অস্থায়ী এটি ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি।

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا.

অনুবাদ : এটাই আল্লাহর রীতি পূর্ব থেকে চলে আসছে। আর তুমি আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (সুরা ফাতাহ/৪৮ : ২৩)

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا.

অনুবাদ : আমাদের রাসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল, আর তুমি আমাদের নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না। (সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ৭৭)

তথ্য-৩

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ط أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ لا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ط وَعْدَ اللّٰهِ ط لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ.

অনুবাদ : যার ওপর দণ্ডাদেশ যৌক্তিক (অবধারিত) হয়েছে (তাকে কে বাঁচাতে পারে)। তুমি (রাসূল মুহাম্মাদ স.) কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যে জাহান্নামে আছে? তবে যারা তাদের রব সম্পর্কে সচেতন তাদের জন্য (স্থায়ীভাবে) নির্মিত আছে প্রাসাদের ওপর প্রাসাদ (জান্নাত)। যার তলদেশে নদ-নদী প্রবাহিত। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ কৃত ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না।

(সুরা যুমার/৩৯ : ১৯, ২০)

ব্যাখ্যা : কারো ওয়াদার (প্রতিশ্রুতির) একটি রূপ হচ্ছে তার নির্ধারণ করা বিধি-বিধান বা নীতিমালা। তাই কোনো বিষয়ে আল্লাহর ওয়াদার একটি রূপ হচ্ছে ঐ বিষয়ে আল্লাহর নির্ধারিত বিধি-বিধান বা নীতিমালা।

১৯ নং আয়াতটিতে প্রশ্ন করার মাধ্যমে আল্লাহ প্রথমে জানিয়ে দিয়েছেন– যে ব্যক্তির জন্য শাস্তি যৌক্তিক বা অবধারিত হয়েছে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, তাঁর জানিয়ে দেওয়া বিধি-বিধান বা নীতিমালা অনুযায়ী যার জন্য শাস্তি যৌক্তিক বা অবধারিত হয়েছে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া সে নীতিমালা হলো– যে মু'মিন (তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে) একটিমাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করবে তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। আর যে মু'মিন কৃত কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে তিনি তাকে প্রথম থেকেই চিরকালের জন্য জান্নাত দিয়ে দেবেন।

আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ আবার প্রশ্নের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন– যাকে তিনি বিচার করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে রাসূল (স.)-ও (শাফায়াতের মাধ্যমে) উদ্ধার করতে পারবেন না। রাসূল (স.) অবশ্যই কোনো কাফিরের জন্য শাফায়াত করবেন না। আর রাসূল (স.) যাকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না, তাকে অন্য কোনো মানুষের উদ্ধার করতে পারার প্রশ্নই আসে না। তাই আয়াতের এ অংশেরও শিক্ষা হলো– পরকালে বিচার করে আল্লাহ যে মু'মিনকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবেন তাকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে।

পরের আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– যারা তাদের রব তথা আল্লাহ সম্পর্কে সচেতন তাদের স্থায়ীভাবে থাকার জন্য তিনি জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। আল্লাহ সচেতন কথাটির অর্থ হলো আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান, নীতিমালা ও তথ্য যথাযথভাবে জানা এবং অনুসরণ করা। তাই আয়াতের এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যারা আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান,

নীতিমালা ও তথ্য যথাযথভাবে জানে এবং অনুসরণ করে তাদেরকে তিনি চিরস্থায়ীভাবে অপরূপ জান্নাতে থাকতে দেবেন।

সবশেষে, 'আল্লাহ কখনও নিজের কৃত ওয়াদা খেলাফ করেন না' কথাটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– পরকালে শাস্তি ও পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর কৃত ওয়াদা (জানিয়ে দেওয়া বিধি-বিধান বা নীতিমালা) তিনি ভঙ্গ করবেন না। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে নিশ্চিত করেছেন যে– কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন চিরকাল জাহান্নামে এবং কবীরা গুনাহ ছাড়া মৃত্যুবরণকারী মু'মিন চিরকাল জান্নাতে থাকবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে– পরকালে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে এসে জান্নাতে যাওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটবে না।

দৃষ্টিকোণ-১২

আমল মাপার নীতিমালার শিক্ষা ধারণকারী আয়াত

তথ্য-১

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

অনুবাদ : নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তা থেকে পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো। আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা তার অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। এজন্যে তিনি তাদের সকল আ'মল নিষ্ফল করে দেবেন।

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭: ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : আল কুরআনের কিছু মানা ও কিছু না মানার অর্থ হলো ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় অমান্য করা। আয়াত ক'টির মাধ্যমে জানা যায়–

ইসলামের একটিও মৌলিক বিষয় অমান্য করলে তথা একটিও কবীরা (মৌলিক) গুনাহ করলে ব্যক্তির সকল নেক আমলের মাপের যোগফল শূন্য হবে। তাই, আয়াতগুলো অনুযায়ী– সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভরের ভিত্তিতে নয়।

তথ্য-২

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

অনুবাদ : নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু হলো সেই সব বধির, বোবা লোক যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু হিসেবে খেতাব পাওয়া ব্যক্তির জীবন শতভাগ ব্যর্থ। তাই, আয়াতটি অনুযায়ীও সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভরের ভিত্তিতে নয়।

তথ্য-৩

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ . فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ . وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ.

অনুবাদ : তুমি কি তাকে দেখেছো যে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থাকে (কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? এ তো সেই লোক যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। আর সে মিসকিনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।

(সুরা মাউন/১০৭ : ১-৩)

ব্যাখ্যা : আয়াত ৩টি থেকেও জানা যায়– আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা (মৌলিক) গুনাহ থাকলে ব্যক্তির জীবনের সকল নেক আমলের যোগফল শূন্য হয়ে যাবে। তাই, আয়াতগুলো অনুযায়ী– সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভরের ভিত্তিতে নয়।

তথ্য-৪

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ .فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُه فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُه فَأُلٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ.

অনুবাদ : অতঃপর যেদিন শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নেবে না।

অতঃপর যাদের (যে মু'মিনদের) নেকীর পরিমাণ বেশি হবে তারা সফলকাম হবে। আর যাদের নেকীর পরিমাণ শূন্য হবে, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে।

(সুরা মু'মিনুন/২৩ : ১০১ ১০২, ১০৩)

ব্যাখ্যা : মু'মিনের নেকীর পরিমাণ শূন্য হয় শুধু আমল গুরুত্বের ভিত্তিতে পরিমাপ করলে। তাই, আয়াতগুলো অনুযায়ীও সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভর বা ওজনের ভিত্তিতে নয়।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় সওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভরের ভিত্তিতে নয়। গুরুত্বের ভিত্তিতে মাপের নীতিমালা হলো– এক বা একাধিক কবীরা গুনাহ আমল নামায় থাকলে সঠিক কাজের (নেকী) যোগফল শূন্য হয়ে যায়। তাই, আয়াতসমূহের ভিত্তিতেও বলা যায়– কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

দৃষ্টিকোণ-১৩

সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলের অনুষ্ঠানের শিক্ষা ধারণকারী আয়াত

সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলের একটি ফরজ (মৌলিক) বিষয় বাদ গেলে বা ভুল হলে আমলটি শতভাগ ব্যর্থ হয়। তাই, আমলগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো– পরকালে আমলনামায় একটি কবীরা গুনাহ (মৌলিক ভুল) থাকলে মু'মিনের জীবনের করা সকল সঠিক কাজের (নেকী) যোগফল শূন্য হয়ে যাবে। তাহলে সহজে বলা যায় যে– আমলগুলোর শিক্ষা অনুযায়ী, পরকালে আমলনামায় একটি কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিন চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

আর সালাতের অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ না করলে সালাত আদায়কারীকে জাহান্নামে যেতে হবে এটি জানানো হয়েছে এভাবে–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

অনুবাদ : অতঃপর দুর্ভোগ (ওয়াইল নামক জাহান্নাম) সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য, যারা তাদের সালাতের (সময়, উদ্দেশ্য, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, শিক্ষা ইত্যাদির) বিষয়ে উদাসীন। যারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে। আর ছোটো-খাটো জিনিসও দান করা হতে বিরত থাকে (কৃপণ)। (মাউন/১০৭ : ৪-৭)

ব্যাখ্যা : সালাতসহ যেকোনো কাজের উদ্দেশ্য, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে উদাসীন না থাকা, লোক দেখানোর জন্যে কোনো কাজ না করা এবং কৃপণ না হওয়া সালাতে পঠিত কুরআনের শিক্ষা। তাই, আয়াতগুলো থেকে জানা যায়– যারা সালাতের পঠিত বিষয় ও অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নেবে না এবং বাস্তবে প্রয়োগ করবে না, তাদের জাহান্নামে যেতে হবে।

দৃষ্টিকোণ-১৪

রাসূল (স.)-এর আল্লাহর কাছে করা অভিযোগের (বিপরীত শাফায়াত) শিক্ষা ধারণকারী আয়াত

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . وَيٰلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا . لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا . وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا .

অনুবাদ : (২৭) আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে– হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সঠিক পথ অবলম্বন করতাম। (২৮) হায়! দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করতাম। (২৯) অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর। আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল। (৩০) আর রসূল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত ধরে নিয়েছিল।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ২৭-৩০)

আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা

২৭ নং আয়াতের (আর সেদিন জালিম ব্যক্তি তার দু'হাত কামড়াতে থাকবে (এবং) বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম) ব্যাখ্যা : আল কুরআনের বহু স্থানে কাফির ও কবীরা গুনাহগার মু'মিনকে জালিম বলা হয়েছে। তাই, আয়াতটি উভয় বিভাগের জালিমদের জন্য প্রযোজ্য হলেও পরের তিনটি আয়াতের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় মু'মিন জালিমরা মূল লক্ষ্য। আয়াতটি থেকে জানা যায়– কিয়ামতের দিন উভয় বিভাগের জালিমরা দুঃখ করে বলবে তারা রাসূল (স.)-এর বলা জীবন চলার সঠিক পথ তথা কুরআনের পথ অবলম্বন না করে মারত্মক ভুল করেছে।

২৮ নং আয়াতের (হায়! দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম) ব্যাখ্যা : উভয় বিভাগের জালিমরা বলবে– ইবলিস ও তার দোসরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করায় তাদের এ করুণ অবস্থা হয়েছে।

২৯ নং আয়াতের (অবশ্যই সে আমাকে কুরআন থেকে বিভ্রান্ত করেছিল তা আমার কাছে পৌঁছাবার পর)-এ অংশের ব্যাখ্যা : জালিমরা বলবে, শয়তান তাদেরকে কুরআন বিরুদ্ধ পথে নিয়েছিল কুরআন তাদের কাছে পৌঁছার পর। অর্থাৎ তারা কুরআন জানতো।

২৯ নং আয়াতের (আর শয়তান মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি প্রতারণাকারী ছিল)-এ অংশের ব্যাখ্যা : শয়তান সবচেয়ে বেশি কাজ করে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান ও আমল থেকে দূরে সরানোর জন্য।

৩০ নং আয়াতের (আর রাসূল বলবেন– হে আমার রব! নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যাক্ত ধরে নিয়েছিল) ব্যাখ্যা : রাসূল (স.) কবীরা গুনাহগার মু'মিন জালিমদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবেন যে– তিনি নানা দৃষ্টিকোণের স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞান অর্জনকে অন্য সকল গ্রন্থের জ্ঞান অর্জনের ওপর অপরিসীমভাবে বেশি গুরুত্ব দিতে বলেছেন। তারপরও এরা কুরআনকে পরিত্যাগ করে অন্য গ্রন্থকে জ্ঞান অর্জনের মূল গ্রন্থ বানিয়েছিল এবং তা অনুসরণ করেছিল। এমনকি কুরআনের সরাসরি আদেশ অমান্য করে তারা বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়েছিল এবং উপদল সমূহের নাম থেকে কুরআনের নামটিও বাদ দিয়েছিল (আহলে হাদীস ও আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামায়াত)। তাই, আমি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়ার জন্য আবেদন করছি।

বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের কুরআনের জ্ঞানের অবস্থা

সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম : সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমগণ তাদের সিলেবাসের বইয়ের জ্ঞান অর্জন করে। আর তাদের মধ্যে যারা ইসলাম শিখতে চায় তারা তা শেখে প্রধানত হাদীস, ফাজায়েলে আমল, মাকসুদুল মু'মিনিন, বেহেশতী জেওর ইত্যাদি বই পড়ে। অন্যদিকে তাদের মধ্যে যারা কুরআন পড়ে তাদের প্রায় সবাই তা পড়ে সাওয়াব কামাইয়ের লক্ষ্যে না বুঝে (অর্থছাড়া)।

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম : ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমগণের অধিকাংশ কুরআন নয়; হাদীস, ফিকহ, দাওয়াহ, আরবী সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে উচ্চতর পড়াশুনা করেন। আমরা যাচাই করে দেখেছি– বর্তমানে এ বিভাগের একশত জনের ৫ থেকে ৭ জনও পুরো কুরআন একবার অর্থসহ পড়েননি।

আয়াতগুলোর শিক্ষা

আয়াতগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– রাসূল (স.) তাঁর উম্মতের কিছু লোকের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে অভিযোগ তথা বিপরীত শাফায়াত করবেন। সে লোকগুলো হবে তারা– যারা দুনিয়ায় জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআনের চেয়ে অন্য গ্রন্থকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

আর যে কারণে রাসূল (স.) ঐ লোকদের জাহান্নামের শাস্তির সুপারিশ করবেন তা হলো–

১. কুরআন না জেনে অন্য গ্রন্থ পড়ায় সেখানে থাকা জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ভুল বা মিথ্যা তথ্যকে তারা সত্য মনে করেছে। আর সেগুলোর ওপর আমল করে তারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।
২. জীবন সম্পর্কিত মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি। ফলে জীবন পরিচালনার সময় তারা মৌলিক বিষয়কে অমৌলিক এবং অমৌলিক বিষয়কে মৌলিক হিসেবে পালন করেছে। এ কারণে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

রাসূল (স.) যাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দেওয়ার জন্য শাফায়াত করবেন তাদেরকে অবশ্যই চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে; কিছুকাল নয়।

♦♦ তাহলে দেখা যায়– মু'মিনের পরকালে জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– একটিমাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাত পাওয়ার মতো কোনো ঘটনা পরকালে ঘটবে না।

যে সকল আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যায় কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে

আল কুরআনের কিছু আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনদের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে মুসলিম সমাজে ভুল ধারণা সৃষ্টি ও চালু হওয়ার পেছনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। আমরা এখন সে আয়াতগুলো পর্যালোচনা করবো। এ পর্যালোচনার সময় কুরআন ব্যাখ্যার ১ নং নীতিমালাকে (আল কুরআনে কোন পরস্পর বিরোধী কথা নেই) সর্বোক্ষণ সামনে রাখতে হবে।

তথ্য-১

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

সরল অনুবাদ : অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করে থাকলে সেও তা দেখতে পাবে। (সুরা যিলযাল/ ৯৯ : ৬-৭)

অতীতের ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্ত : অতীতে এ আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে– দুনিয়ায় কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ (নেক আমল) করে থাকলে পরকালে পুরস্কার পাওয়ার মাধ্যমে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ (গুনাহ) করে থাকলেও শাস্তি পাওয়ার মাধ্যমে সে তা দেখতে পাবে। এ ব্যাখ্যা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে– পরকালে কোনো মু'মিন ব্যক্তির আমলনামায় কিছু নেক আমল এবং কিছু গুনাহ থাকলে, গুনাহর জন্য তাকে প্রথমে কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে তারপর নেক আমলের জন্য সে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাবে। আয়াত দু'টির এ ব্যাখ্যা বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে। এ আয়াতকে মু'মিন ব্যক্তির চিরকাল জাহান্নামে না থাকার পক্ষে আল কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ধরা হয়েছে।[১৩]

১৩. সাআদ উদ্দীন তাফতাজানী, শারহুল আকায়িদিন নাসাফিয়্যাহ, (দেওবন্দ : কুতুবখানা ইমদাদিয়া, তা.বি.), পৃ. ১১৬

আয়াতটির অতীতের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণসমূহ

কারণ-১ : আয়াত দু'টিতে পুরস্কার বা শাস্তির কোনো কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে বিন্দু পরিমাণ নেকী বা গুনাহ দেখানোর কথা। তাই এ আয়াত দু'টি থেকে পরকালে মু'মিনের জাহান্নামে বা জান্নাত ভোগের মেয়াদ বের করার কোনো সুযোগ নেই।

কারণ-২ : আল কুরআনের অনেক স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী তথ্য হওয়া। কারণ, সেখানে বলা হয়েছে– একটিমাত্র কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। আর অন্য গুনাহ নিয়ে মৃত্যুবরণকারী মুমিন প্রথম থেকেই জান্নাত পেয়ে যাবে।

কারণ-৩ : এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হলে সকল মুমিনকেই কিছুকালের জন্য জাহান্নাম খাটতে হবে। কারণ, পৃথিবীতে এমন কোনো মুমিন নেই যে, জীবনে কোনো গুনাহ করেনি ।

অতীতে ঐ ব্যাখ্যা করার কারণ : অতীতে আয়াত দু'টির ঐ ধরনের ব্যাখ্যা হওয়ার কারণ হলো– ভিডিও রেকর্ডিং সম্পর্কে ধারণা না থাকা। ভিডিও রেকর্ডিং আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে একটি আমল (কাজ) ভিডিও রেকর্ড করে রেখে পরে আবার দেখানো যায় এটি মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব ছিল না। তাই, অতীতের মনীষীগণ পূর্বোল্লিখিত ব্যাখ্যা করেছেন। এটি ব্যক্তির দুর্বলতা নয়, সভ্যতার দুর্বলতা।

আয়াত দু'টির প্রকৃত ব্যাখ্যা : মানুষের চব্বিশ ঘণ্টার ছোটো-বড়ো সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহর কর্মচারীরা (ফেরেশতা) ভিডিও বা আরও উন্নতমানের যন্ত্র দিয়ে রেকর্ড করে রাখছেন। শেষ বিচারের দিন, বিচারের ব্যাপারে মানুষের মনে যাতে কোনো সন্দেহ না থাকে সে জন্য ঐ ভিডিও রেকর্ড (VIDEO CLIPS) তথ্য-প্রমাণ হিসেবে দেখানো হবে। ঐ ভিডিও রেকর্ডে মানুষ তার কৃত বিন্দু পরিমাণের সৎ কাজ যেমন দেখতে পাবে, তেমনই দেখতে পাবে তার কৃত বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজও।

তথ্য-২

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ط إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

অনুবাদ : বলে দাও– হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করেছো তারা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা যুমার/৩৯ : ৫৩)

অসতর্ক ব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা : আল কুরআনে নিজ আত্মার ওপর জুলুম করা বান্দাদের বুঝাতে আল্লাহ গুনাহগার মু'মিন বান্দাদের বুঝিয়েছেন। কারণ, তারা কোনো গুনাহের কাজ করতে বাধ্য হলে মনে অনুশোচনা বা দুঃখ নিয়ে তথা মনের ওপর জুলুম করে সেগুলো পালন করে। তারা যদি মহান আল্লাহর কাছে তাওবা করে তাহলে মহান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।[১৪]

৫৩ নং আয়াতটির ব্যাখ্যা করে কেউ কেউ বলেছেন বা বলেন– আল্লাহ এ আয়াতে প্রথমে গুনাহগার মুমিনদের তাঁর গুনাহ মাফের রহমত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন এবং পরে তাদের করা সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন বলে জানিয়েছেন। তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়– কবীরা বা ছগীরা যেকোনো ধরনের গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদের পরকালে প্রথমেই মাফ করে দিয়ে আল্লাহ জান্নাতে পাঠিয়ে দেবেন অথবা কিছু দিন জাহান্নাম খাটার পর মাফ করে দিয়ে চিরকালের জন্য জান্নাত দিয়ে দেবেন।

আয়াতের এ ধরনের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না। এর কারণ হলো–

কারণ-১ : পরের আয়াতের বক্তব্য

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ.

অনুবাদ : আর (এ ক্ষমা পেতে হলে) তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে (পরিপূর্ণরূপে) আত্মসমর্পণ করো তোমাদের কাছে আজাবটি (মৃত্যু) আসার পূর্বে যখন তোমাদের আর সাহায্য করা হবে না।

(সুরা যুমার/৩৯ : ৫৪)

ব্যাখ্যা : এখানে দয়ালু আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– তাঁর ক্ষমা পেতে হলে তাদেরকে মৃত্যুর (যুক্তিসঙ্গত সময়) পূর্বে খালিস নিয়াতে তাওবা করে

১৪. বিস্তারিত : ইবন আব্বাস, তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস, খ. ১, পৃ. ৪৭৪; বাগাবী, আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসাইন, মা'আলিমুত তানযীল, দারু তায়্যিবা, ১৯৯৭, খ. ৭, পৃ. ১২৫-১২৬

আমলনামায় থাকা সকল কবীরা গুনাহ মাফ করিয়ে নিয়ে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে ফিরে আসতে হবে।[১৫] মহান আল্লাহ সবশেষে জানিয়ে দিয়েছেন শাস্তি তথা মৃত্যু এসে গেলে কবীরা গুনাহর ব্যাপারে তাদেরকে আর ছাড় দেওয়া হবে না।

কারণ-২ : অনেক আয়াতের বক্তব্যের বিরোধী হওয়া

প্রচলিত ব্যাখ্যা আল কুরআনের অনেক আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী হয়। সেখানে বলা হয়েছে একটি কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। আর কবীরা ভিন্ন অন্য গুনাহ নিয়ে মৃত্যুবরণকারী মুমিনদের গুনাহ মাফ করে দিয়ে আল্লাহ প্রথম থেকে তাদেরকে জান্নাত দিয়ে দেবেন।

তথ্য-৩

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا.

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না, আর এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরিক করলো সে অতিবড়ো এক গুনাহ রচনা করলো।

(সুরা নিসা/৪ : ৪৮)

আয়াতটির প্রচলিত ব্যাখ্যা : শেষ বিচারের দিন আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না। আর শিরক ছাড়া অন্য কবীরা গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন। এ ব্যাখ্যা প্রায় সকল মুসলিম জানে ও বিশ্বাস করে।

আয়াতটির এ ব্যাখ্যা যে সকল কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না–

কারণ-১

আয়াতটির এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হলে আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া তো দূরের কথা সাধারণ ন্যায় বিচারকও থাকেন না (নাউযুবিল্লাহ)। ন্যায় বিচারের জন্য আইন অবশ্যই ঘটনা ঘটার পূর্বে (Pre-facto) তৈরি করতে হবে। পরে (Post-facto) নয়। প্রচলিত ব্যাখ্যায় আল্লাহ আইন তৈরি করবেন শেষ বিচারের দিন, বিচারে বসে।

এ বিষয়ে কুরআন–

১৫. ইবন আব্বাস, তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস, খ. ১, পৃ. ৪৭৪; কুরতুবী, আল-জামিউল লি আহকামিল কুরআন, খ. ১৫, পৃ. ২৩৬

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ.

অনুবাদ : এটি (দ্বীন জানিয়ে দেওয়া) এ জন্য যে, তোমার রব কোনো জনপদকে (তার আদেশ সম্পর্কে) অনবহিত থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মতো একটি জুলুম করেন না। (সুরা আন'আম/৬ : ১৩১)

কারণ-২ : পূর্বে উল্লিখিত সকল আয়াতের বক্তব্যের বিরোধী হওয়া।

আয়াতটির সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য নিম্নের বিষয়গুলো জানা থাকতে হবে–

১. কুরআন তাফসীরের ১ ও ২ নং নীতিমালা।
২. শিরক করলে কী কী ধরণের গুনাহ হওয়া সম্ভব।
৩. গুনাহ মাফ হওয়ার উপায় ও নীতিমালা।
৪. 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির অর্থ।

কুরআন ব্যাখ্যার ১ ও ২ নং নীতিমালা

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই।
২. একটি বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

শিরকসহ যে কোনো বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহর দৃষ্টিকোণ থেকে যে অবস্থান হওয়া সম্ভব–

১. গুনাহ না হওয়া।
২. ছগীরা গুনাহ।
৩. মধ্যম (না ছগীরা না কবীরা) গুনাহ।
৪. সাধারণ কবীরা গুনাহ।
৫. কুফরীর কবীরা গুনাহ।

গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ–

১. তাওবা
২. নেক আমল
৩. দোয়া
৪. শাফায়াত

'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির অর্থ

আল কুরআনের যত স্থানে কথাটি এসেছে তার অধিকাংশ স্থানে এর অর্থ হলো– আল্লাহ তা'য়ালার অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা আল্লাহ তা'য়ালার তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম/নীতিমালা/বিধান অনুযায়ী সংঘটিত হওয়া।

আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যামূলক অর্থ

নিশ্চয় আল্লাহ শিরক সংক্রান্ত কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া ক্ষমা করেন না। আর শিরক সংক্রান্ত অন্যান্য (ছগীরা ও মধ্যম) গুনাহ, আল্লাহর তৈরি করা ও জানিয়ে দেওয়া নীতিমালা অনুযায়ী নেক আমল, শাফায়াত ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষমা হয়। আর যে আল্লাহর সাথে শিরক করলো সে অতিবড়ো এক গুনাহ রচনা করলো।

তথ্য-৪

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ . فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ . خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ.

অনুবাদ : যেদিন তা আসবে সেদিন তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ (হবে) অসুখী ও কেউ (হবে) সুখী। অতঃপর যারা অসুখী হবে তারা যাবে জাহান্নামে এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে (চিরকাল), (কারো ব্যাপারে) তোমার রবের অন্য রকম (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা থাকলে (তা) ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার রব যা ইচ্ছা করেন তা করতে পারেন।

(সুরা হুদ/১১ : ১০৫-১০৭)

অসতর্ক ব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা : আয়াত তিনটিতে বলা হয়েছে– পরকালে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হবে অসুখী ও সুখী। যারা অসুখী হবে তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। অবশ্য আল্লাহ কারো ব্যাপারে অন্যরকম চাইলে ভিন্ন কথা।

কোনো কোনো তাফসীরকারক 'অবশ্য তোমার রব কারো ব্যাপারে অন্যরকম চাইলে ভিন্ন কথা' (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ) অংশটুকুর ব্যাখ্যা করে বলেছেন– জাহান্নামে যাওয়া অসুখী ব্যক্তিদের মধ্যে যারা মু'মিন হবে, গুনাহের সমপরিমাণ সময় জাহান্নামের শাস্তি ভোগ হয়ে গেলে আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় তাদেরকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেবেন।

এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এর কারণ হলো–

কারণ-১ : পরের আয়াতের বক্তব্য। আয়াতটি হলো–

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ.

অনুবাদ : পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান তারা যাবে জান্নাতে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে (চিরকাল), তোমার প্রতিপালকের অন্যরকম (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা থাকলে ভিন্ন কথা। এটা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

(সুরা হুদ/১১ : ১০৫-১০৭)

ব্যাখ্যা : ১০৭ নং আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হলে ১০৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা হবে– যারা জান্নাতে যাবে তাদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তিকে নেকীর সমপরিমাণ সময় জান্নাতে থাকার পর আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় বের করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবেন। এ বক্তব্য কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বক্তব্যের স্পষ্ট বিরোধী।

কারণ-২ : ১০৫ নং আয়াতে পরিষ্কারভাবে জানা যায়- আয়াত কটিতে উল্লিখিত ঘটনাগুলো ঘটবে তথা আল্লাহর সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়িত হবে পরকালে বিচার-ফয়সালা হওয়া দিনটির সময়ের মধ্যে, কিছুকাল জাহান্নাম বা জান্নাত ভোগ করার পরে নয়।

কারণ-৩ : এ ব্যাখ্যা কুরআনের অনেক আয়াতের বক্তব্যের বিরোধী হবে। কারণ, সেখানে বলা হয়েছে– একটি কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনকেও চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

আয়াত ৪টির প্রকৃত ব্যাখ্যা

১০৫-১০৭ নং আয়াত– সে দিন অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। আর পৃথিবীর সকল মানুষ সে দিন বিচার-ফয়সালার মাধ্যমে অসুখী ও সুখী এ দু'ভাগে বিভক্ত হবে। অসুখীদের জাহান্নামে পাঠানো হবে। সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। চিরকাল তারা সেখানে থাকবে। ঐ অসুখীদের মধ্যে শুধু বিভিন্ন ধরনের (সাধারণ, তাগুত ও মুনাফিক) কাফিরদের থাকার কথা কিন্তু আল্লাহ নিজ অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় তথা নিজ তৈরি ও কুরআন-সুন্নাহের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া বিধান অনুযায়ী, কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনদেরও চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকার শাস্তি দেবেন। নিশ্চয় তোমার রব সকল বিষয়ে ন্যায়ভিত্তিক নীতিমালা তৈরির ক্ষমতা রাখেন।

১০৮ নং আয়াত– আর যারা বিচারে সুখী বলে প্রতীয়মান হবে, তাদের তিনি চিরকালের জন্য জান্নাতে পাঠিয়ে দেবেন। তাদের মধ্যে শুধু নেককার মুমিনদেরই থাকার কথা কিন্তু তোমার রব নিজ ইচ্ছায় তথা নিজ তৈরি করা ও জানিয়ে দেওয়া বিধান অনুযায়ী কবীরাগুনাহ ছাড়া অন্য গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনদেরও ঐ পুরস্কার দেবেন।[১৬]

তথ্য-৫

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ ۚ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيْ أَجَّلْتَ لَنَا ۖ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِيْنَ فِيْهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ. وَكَذَلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظَّالِمِيْنَ بَعْضًا ۢ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ.

অনুবাদ : আর যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রিত করবেন (এবং বলবেন), হে জ্বিন সম্প্রদায় (জ্বিন শয়তানেরা), তোমরা অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগামী করেছিলে। তখন মানব-সমাজের মধ্যে তাদের বন্ধুরা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা একে অপরের মাধ্যমে লাভবান হয়েছি এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করেছিলে এখন আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) কারো ব্যাপারে অন্যরকম চাইলে ভিন্ন কথা। তোমার রব অবশ্যই মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহাজ্ঞানী।
(সুরা আনআম/৬ : ১২৮)

আয়াতটির অসতর্ক ব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা : আয়াতটির إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ অর্থাৎ আল্লাহ কারো ব্যাপারে অন্যরকম চাইলে ভিন্ন কথা, অংশটুকুর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ লিখেছেন– যারা জাহান্নামে যাবে তাদের মধ্যে যারা মু'মিন হবে, কিছুকাল শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ তাদেরকে যে কোনো উপায়ে (শাফায়াত বা নিজ ইচ্ছায়) বের করে এনে চিরকালের জন্য জান্নাতে পাঠিয়ে দেবেন।

---

১৬. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন– معناه ولو شاء ربك لأخرجهم منها ولكنه لا يشاء أنه حكم لهم بالخلود অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন, কিন্তু তিনি তাদের ব্যাপারে তা ইচ্ছা করবেন না, বরং তিনি তাদের জন্য স্থায়ীভাবে থাকার বিধান দেবেন। (বাগাবী, মা'আলিমুত তানযীল, খ. ৪, পৃ. ২০১।)

এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর তার কারণসমূহ হলো–

কারণ-১ : আয়াতটির আগে কয়েকটি আয়াতের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, আয়াতটিতে কাফির ব্যক্তিদের সামনে রেখে বক্তব্য শুরু করা হয়েছে। আবার শুধুমাত্র আয়াতটির বক্তব্য পর্যালোচনা করলেও বুঝা যায়, বক্তব্যটি করা হয়েছে কাফির ব্যক্তিদের ব্যাপারে। কারণ, যে সকল ব্যক্তি জেনে বুঝে, ইচ্ছা করে শয়তানকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে পরস্পরের সহায়তায় দুনিয়ায় ফায়দা লুটেছিল তারা মু'মিন হতে পারে না। সুতরাং কাফির ব্যক্তিদের মধ্য হতে কাউকে কিছুকাল পর বের করে এনে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দেবেন তা হতে পারে না।

কারণ-২ : আয়াতটির বক্তব্য থেকে সহজে বোঝা যায়– আয়াতটিতে উপস্থাপন করা আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হবে শেষ বিচারের দিনটির সময়সীমার মধ্যে। কিছুকাল জাহান্নাম খাটার পরে নয়।

কারণ-৩ : এ ব্যাখ্যা কুরআনের অনেক আয়াতের বক্তব্যের স্পষ্ট বিরুদ্ধ। কারণ, সেখানে বলা হয়েছে– কাফির বা কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনরা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে।

আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা বুঝতে হলে যে বিষয়টি আগে জানতে হবে

শেষ বিচারের দিন জালিম তথা অত্যাচারী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করে বিচার করা হবে কাফির এবং বড়ো গুনাহগার হিসেবে মৃত্যুবরণকারী মু'মিনকে। কারণ, একজন কাফিরের বড়ো অপরাধের মাধ্যমে মানুষের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় একজন মু'মিনের বড়ো অপরাধের মাধ্যমেও মানুষের একই পরিমাণের ক্ষতি হয়। আল কুরআনের অনেক আয়াতে কবীরা গুনাহগার মু'মিনদের জালিম বলা হয়েছে। ঐ সকল স্থানের একটি–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা তারা তাদের (উপহাসকারীর) চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকে যেন উপহাস না করে, কেননা

তারা তাদের (উপহাসকারিণীর) চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের মানহানি করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধিতে ডেকো না; ঈমান আনার পর মন্দ নাম কতই না খারাপ (করীর গুনাহ)। আর যারা তাওবা করে না তারাই জালিম।

(সুরা হুজুরাত/৪৯ : ১১)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে মু'মিন ব্যক্তিদের কিছু আচার-আচরণ তথা উপহাস করা, দোষ খুঁজে বেড়ান ও খারাপ নামে ডাকা থেকে বিরত থাকতে বলার পর ঐ ধরনের আচার-আচরণ করা কবীরা গুনাহ বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর আল্লাহ বলেছেন, যারা ঐ ধরনের আচরণ থেকে তাওবা করবে না তারা জালিম। অর্থাৎ আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যারা কৃত কবীরা গুনাহ মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময় পূর্বে তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে না নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদের পরকালে জালিম ধরে বিচার-ফয়সালা করা হবে।

আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা

আল্লাহ এখানে বলেছেন– শেষ বিচারের দিন তিনি শয়তানের বন্ধু, কাফির জালিমদের চিরকাল জাহান্নামে থাকার শাস্তি দেবেন। ঐ ধরনের শাস্তি শুধু কাফিরদের পাওয়ার কথা কিন্তু নিজ ইচ্ছায় তথা নিজ তৈরি করা ও জানিয়ে দেওয়া বিধান অনুযায়ী, কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদেরও তিনি ঐ ধরনের শাস্তি দেবেন।

এ ব্যাখ্যা সঠিক হওয়ার প্রমাণ হলো পরের (১২৯ নং) আয়াতটি–

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظّٰلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ .

অনুবাদ : এভাবে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমরা জালিমদের একদলকে (কাফির জালিম) অন্য দলের (মু'মিন জালিম) সাথে যুক্ত করে দেবো।

(সুরা আনআম/৬ : ১২৯)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে বলেছেন– শেষ বিচারের দিন তিনি কাফির ও মু'মিন বিভাগের জালিমদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য অভিন্ন ধরনের শাস্তি দিয়ে জাহান্নামে পরস্পরের সঙ্গী বানিয়ে দেবেন। কারণ, তাদের কাজের জন্য মানুষের অভিন্ন ধরনের ক্ষতি হয়েছিল।

তথ্য-৬

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا . ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.

অনুবাদ : (৭১) আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তা (জাহান্নামের ওপর দিয়ে বিছানো পুলসিরাত) অতিক্রম করবে না। এটা তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। (৭২) অতঃপর আমরা আল্লাহ-সচেতন (মুত্তাকী) ব্যক্তিদেরকে نُنَجِّي করবো এবং জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো। (সুরা মারিয়াম/১৯ : ৭১,৭২)

৭২ নং আয়াতটির প্রচলিত অর্থ : অতঃপর আমরা মুত্তাকীদের মুক্ত/উদ্ধার করবো এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো। এখানে نُنَجِّي শব্দটির অর্থ ধরা হয়েছে মুক্ত/উদ্ধার করা।

এ অর্থের পর্যালোচনা : অভিধান অনুযায়ী এ অনুবাদ ঠিক আছে। কিন্তু কুরআনের জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা অনুযায়ী এটি সঠিক নয়। কারণ, এ অনুবাদ অসংখ্য আয়াতের বিপরীত।

৭২ নং আয়াতটির প্রকৃত অর্থ : نُنَجِّي শব্দটির একটি আভিধানিক অর্থ হলো নিরাপদ রাখা বা রক্ষা করা। অতঃপর আমরা মুত্তাকীদের নিরাপদ রাখবো এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের সেখানে (জাহান্নামে) নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো।

তথ্য-৭.১

رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.

অনুবাদ : (যখন) সময় আসবে কাফিররা কামনা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হতো।

(সুরা হিজর/১৫ : ২)

তথ্য-৭.২

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ . أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.

অনুবাদ : অবশ্যই আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের তাদের রবের কাছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত রয়েছে। আমি কি মুসলিমদেরকে অপরাধীদের মতো গণ্য করবো? তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা এ কেমন বিচার করছো?

(সুরা কালাম/৬৮ : ৩৪, ৩৫, ৩৬)

সম্মিলিত অসতর্ক ব্যাখ্যা : আয়াতগুলো বিশেষ করে ৭.১ তথ্যের আয়াতটির অসতর্ক ব্যাখ্যা করে কেউ কেউ বলেছেন জাহান্নাম থেকে মু'মিনদের বের হয়ে আসতে দেখে কাফিররা উল্লিখিত কথা বলবে।

সম্মিলিত সঠিক ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোতে মুসলিম বলা হয়েছে মু'মিন বলা হয়নি। মুসলিম হলো সর্বনিম্ন স্তরের নেককার মু'মিন। তাই, কোনো মুসলিম জাহান্নামে যাবে না। জাহান্নামে যাবে ও সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে কাফির ও কবিরা গুনাহগার মু'মিনরা। বিষয়টি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যথাযথ মানের আল্লাহ-সচেতন হও এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে (মুসলিম বলে গণ্য হওয়া মানের আল্লাহ-সচেতন না হয়ে) মৃত্যুবরণ করো না।

(আলে-ইমরান/৩ : ১০২)

তথ্য-৮

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

অনুবাদ : আর তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, হায়! যদি আমাদের (দুনিয়ায় আবার) প্রত্যাবর্তন ঘটতো তবে আমরা আমাদের রবের আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

(সুরা আন'আম/৬ : ২৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে যে কাফিরদের কথা তুলে ধরা হয়েছে তারা এখনো জাহান্নামে প্রবেশ করেনি।

তথ্য-৯

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ.

অনুবাদ : অতঃপর আমরা কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি আমাদের বান্দাদের মধ্য থেকে যাদের আমরা মনোনীত করেছি। অতঃপর তাদের কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী। কেউ মধ্যম অবস্থানে। আর কেউ আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছায় নেক আমলসমূহে অগ্রগামী। এটাই মহাঅনুগ্রহ। স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে, সেখানে তাদের স্বর্ণ নির্মিত কঙ্কন ও মুক্তা দিয়ে অলংকৃত

করা হবে। আর সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। আর তারা বলবে– প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন। আমাদের রব নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও পরম প্রতিদান দাতা।

(সুরা ফাতির/৩৫ : ৩২, ৩৩, ৩৪)

ব্যাখ্যা : ৩২নং আয়াতে মু'মিনগণ ৩ শ্রেণিতে বিভক্ত থাকার কথা জানা যায়–

১. নিজের প্রতি জুলুমকারী (প্রায় সমান পরিমাণের অনুশোচনাসহ আমল ছেড়ে দেওয়া ব্যক্তি/ছগীরা গুনাহগার)।

২. মধ্যম অবস্থানে।

৩. নেক আমলসমূহে অগ্রগামী।

৩৩ ও ৩৪ নং আয়াত দু'টি থেকে জানা যায় উল্লিখিত তিন শ্রেণির মু'মিনগণ জান্নাতে যাবে। নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করলে সে ব্যাখ্যা এবং এ তিন বিভাগের মু'মিনগণের জান্নাতে যাওয়ার বিষয়টি কোনো আয়াতের বিপরীত হয় না, তাই গ্রহনযোগ্য হয়–

১. নিজের প্রতি জুলুমকারী হবে প্রায় সমান পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ আমল ছেড়ে দেওয়া তথা ছগীরা গুনাহগার মু'মিনগণ।

২. মধ্যম অবস্থানে হবে মধ্যম পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ আমল ছেড়ে দেওয়া তথা মধ্যম গুনাহগার মু'মিনগণ।

৩. নেক আমলসমূহে অগ্রগামী হবে আমলনামায় গুনাহ না থাকা মু'মিনগণ।

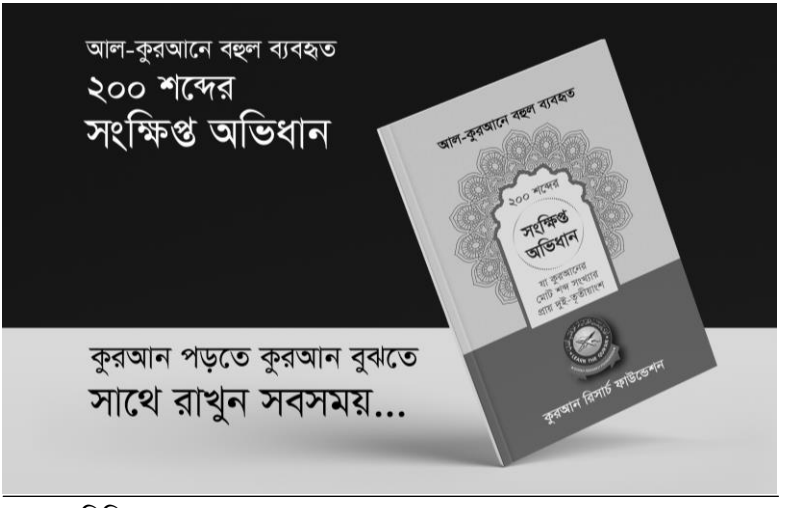

কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

রাসূল (স.) বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের অনেক হাদীসের মাধ্যমে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ জানিয়ে দিয়েছেন। দৃষ্টিকোণসমূহ ও তাতে অন্তর্ভুক্ত হাদীসের কয়েকটি নিম্নরূপ–

দৃষ্টিকোণ-১

মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করলে কবীরাগুনাহ মাফ হয় শিক্ষা ধারণকারী হাদীস

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ ..... عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَ أُطَهِّرُكَ. فَقَالَ مِنَ الزِّنَى. فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبِهِ جُنُونٌ. فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ. فَقَالَ أَشَرِبَ خَمْرًا. فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَزَنَيْتَ. فَقَالَ نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً. ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ جُلُوسٌ

فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ فَقَالُوا غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ. قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِى. فَقَالَ وَيْحَكِ ارْجِعِى فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ. فَقَالَتْ أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِى كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ. قَالَ وَمَا ذَاكِ. قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا. فَقَالَ آنْتِ. قَالَتْ نَعَمْ. فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِى مَا فِى بَطْنِكِ. قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ. فَقَالَ إِذًا لاَ نَرْجُمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ. قَالَ فَرَجَمَهَا.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) বুরাইদা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন আলা আল-হামদানী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* বুরাইদাহ্ (রা.) বলেন, মা'ইয ইবনু মালিক (রা.) নবী (স.)-এর কাছে এসে বলল– হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন– দুঃখ তোমার জন্য। তুমি প্রত্যাবর্তন করো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তাওবা করো।

বর্ণনাকারী বলেন যে, লোকটি অল্প দূর চলে গিয়ে আবার ফিরে এলো। এরপর বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র করুন। বর্ণনাকারী বলেন যে, লোকটি অল্প দূর গিয়ে আবার ফিরে আসলো এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, দুঃখ তোমার জন্য। তুমি প্রত্যাবর্তন করো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তাওবা করো। যখন চতুর্থবার মা'ইয একই কথা বলল, আমাকে পবিত্র করুন হে আল্লাহর রসূল! রসূলুল্লাহ (স.) তাকে বললেন, কোন বিষয়ে আমি তোমাকে পবিত্র করবো? তখন সে বলল, যিনার পাপ হতে।

সুতরাং রসূলুল্লাহ (স.) তার (সঙ্গী-সাথীদের কাছে) জিজ্ঞেস করলেন, তার মধ্যে কি কোনো পাগলামী আছে? তখন তাঁকে জানানো হলো যে, সে পাগল নয়। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে মদ্যপান করেছে কি? তখন এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হলো এবং তার মুখ শুঁকে দেখল, সে তার মুখ থেকে মদের গন্ধ পেল না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (স.) ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস

করলেন, তুমি কি যিনা করেছ? প্রতি উত্তরে সে বলল, জি-হ্যাঁ। অতএব রসূলুল্লাহ (স.) তার প্রতি (ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের) নির্দেশ দিলেন। এরপর তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হলো।

অতঃপর জনগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল বলতে লাগল, নিশ্চয় সে (মা'ইয) ধ্বংস হয়ে গেছে। নিশ্চয় তার পাপ কার্যত তাকে ঘিরে ফেলেছে। দ্বিতীয় দল বলতে লাগল, মা'ইযের তাওবার চেয়ে উত্তম (তাওবা) আর হয় না। সে প্রথমে নবী (স.)-এর কাছে আগমন করলো এবং নিজের হাত তাঁর হাতের ওপর রাখলো। এরপর বলল, আমাকে পাথর দিয়ে হত্যা করুন। বর্ণনাকারী বলেন, দু' তিন দিন পর্যন্ত মানুষ কেবল এ কথাই বলাবলি করছিল।

এরপর রসূলুল্লাহ (স.) আগমন করলেন এবং দেখলেন যে, সাহাবাগণ বসে আছেন। তিনি প্রথমে সালাম দিলেন, এরপর বসলেন এবং বললেন, তোমরা মা'ইয ইবনু মালিক-এর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তখন তাঁরা বললেন, আল্লাহ! মা'ইয ইবনু মালিককে ক্ষমা করুন। এরপর রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, সে এমনভাবে 'তাওবা' করেছে, যদি তা একটি উম্মাতের লোকদের মাঝে বণ্টিত হয় তবে সকলের জন্যই তা যথেষ্ট হতো।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁর কাছে আযদ গোত্রের গামিদ পরিবারের এক মহিলা আগমন করলো এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তখন তিনি বললেন, দুঃখ তোমার জন্য তুমি ফিরে যাও এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো ও তাওবা করো। তখন মহিলা বলল, আপনি কি আমাকে সেভাবে ফিরিয়ে দিতে চান যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মা'ইয ইবনু মালিককে?

তখন তিনি বললেন, তোমার কী হয়েছে? মহিলা বলল, আমি ব্যভিচারের কারণে গর্ভবতী হয়েছি। তিনি (রসূল স.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এমন কাজ করেছ? সে প্রতি উত্তরে বলল, জি-হ্যাঁ।

তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার গর্ভের সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো। বর্ণনাকারী বলেন যে, এক আনসারী ব্যক্তি তার গর্ভের সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত তার দায়িত্ব গ্রহণ করলো। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তি নবী (স.)-এর কাছে এসে বলল, গামিদীয় মহিলা তো সন্তান প্রসব করেছেন।

তখন তিনি বললেন, এমতাবস্থায় তার ছোটো শিশু সন্তানকে রেখে আমি তাকে 'রজম' করতে পারি না। কেননা তার শিশু সন্তানকে দুধপান করানোর মতো কেউ নেই। তখন এক আনসারী লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তার দুধপান করানোর দায়িত্ব নিলাম। তখন তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার আদেশ করলেন।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪৫২৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : যিনা অত্যন্ত বড়ো কবীরা গুনাহ। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করলে সকল কবীরা গুনাহ মাফ হয়।

দৃষ্টিকোণ-২

আমল ছাড়া ঈমানের মূল্য না থাকার শিক্ষা ধারণকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَلاَمَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلاَثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর ইবন ইসহাক (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২২১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَبُو زُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) পূর্বের হাদীসে উল্লিখিত আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের উকবা ইবন মুকরাম (রহ.) থেকে শুনে তিনি তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন–

মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি (এরপর ১ নং হাদীসটির বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য, অতঃপর) যদিও সে সওম পালন করে এবং সলাত আদায় করে এবং মনে করে যে, সে মুসলিম।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২২১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ... ... عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا قَالَ : لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

অনুবাদ : *মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে বর্ণনা করা হয়েছে–* আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এই কথা ছাড়া কখনও খুতবা দিতেন না যে, খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

- আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-১৩২২২।
- হাদীসটির সনদ হাসান।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, আমানাতের খিয়ানাত করা কবীরা গুনাহ। হাদীস তিনটিতে এ কবীরা গুনাহসমূহ করা ব্যক্তিকে মুনাফিক, ঈমান না থাকা ব্যক্তি বা দ্বীনহীন ব্যক্তি বলা হয়েছে। হাদীস তিনটি অনুযায়ী কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি অবশ্যই পাবে না।

দৃষ্টিকোণ-৩

জান্নাত পেতে হলে আমলনামা শিরক ও অন্য কবীরা গুনাহ মুক্ত থাকতে হবে শিক্ষা ধারণকারী হাদীস

حَدَّثَنَا مُسَدَّد ... ... أَنَسًا قَالَ ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ : مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قَالَ أَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ : لاَ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আনাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুসাদ্দাদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস (রা.) বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে– নবী (স.) মু'আয (রা.)-কে বলেছেন,

যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোনো রূপ শিরক না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মু'আয (রা.) বললেন, 'আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দেবো না?' তিনি বললেন– না, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, তারা এর ওপরই ভরসা করে বসে থাকবে।

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১২৯।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী জান্নাত পেতে হলে পরকালে আমলনামা অবশ্যই শিরক ও অন্য কবীরা গুনাহ মুক্ত থাকতে হবে। তাই, হাদীসটির শিক্ষা হলো-

১. শিরক ও অন্য কবীরা গুনাহ মৃত্যুর পর মাফ হবে না।
২. শিরক ও অন্য কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না।

দৃষ্টিকোণ-৪

আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না বা তাদের জন্য জান্নাত হারাম শিক্ষা ধারণকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ... ... حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ فُلاَنٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلاَنٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلاَّ إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِى النَّاسِ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ. قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلاَ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর ইবন হারব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, 'উমার ইবনু খাত্তাব (রা.) বলেন– খাইবারে অমুক অমুক শহীদ হয়েছেন। অবশেষে এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে তাঁরা বললেন যে, সেও শহীদ হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন– কখনই না। গনীমাতের মাল থেকে চাদর আত্মসাৎ করার কারণে আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। তারপর রসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন– হে খাত্তাবের পুত্র! যাও

লোকেদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, 'জান্নাতে কেবলমাত্র মু'মিনরাই প্রবেশ করবে'। 'উমার ইবনু খাত্তাব (রা.) বলেন, তারপর আমি বের হলাম এবং ঘোষণা করে দিলাম, "সাবধান! শুধুমাত্র মু'মিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৩২৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : চুরি করা কবীরা গুনাহ। তাই হাদীসটির মূল শিক্ষা হলো– কবীরা গুনাহমুক্ত মু'মিনগণই শুধু জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ ، وَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَأَثْبَتَتْهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الَّذِى تَحَدَّثْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ ، فَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ ، فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهَا ، فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ ، قَدِ انْتَحَرَ فُلاَنٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا بِلاَلُ قُمْ فَأَذِّنْ ، لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হিব্বান ইবন মূসা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমরা খাইবার যুদ্ধে গিয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ (স.) তখন তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে মুসলিম হওয়ার দাবীদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, লোকটি জাহান্নামী। এরপর যুদ্ধ আরম্ভ হলে লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেল, এমন কি তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত

হয়ে গেল। এতে কারো কারো (রসূলুল্লাহ (স.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর) সন্দেহ সৃষ্টি হলো। অতঃপর লোকটি আঘাতের যন্ত্রণায় অসহ্য হয়ে তূণীরের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সেখান থেকে তীর বের করে আনল। আর তীরটি নিজের বক্ষদেশে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করল। তা দেখে কতিপয় মুসলিম দ্রুত ছুটে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ আপনার কথাকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। ঐ লোকটি নিজেই নিজের বক্ষে আঘাত করে আত্মহত্যা করেছে। তখন তিনি বললেন, হে অমুক! দাঁড়াও এবং ঘোষণা দাও যে, মু'মিন ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অবশ্য আল্লাহ ফাসিক ব্যক্তির মাধ্যমেও দ্বীনের সাহায্য করে থাকেন।

মা'মার (রহ.) যুহরী (রহ.) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় শু'আয়ব (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন।

- ♦ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৩৯৬৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : আত্মহত্যা করা কবীরা গুনাহ। তাই এ হাদীসটিরও মূল শিক্ষা হলো– কবীরা গুনাহমুক্ত মু'মিনগণই শুধু জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন আইয়ুব (রহ.) থেকে শুনে তিনি তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশি নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-১৮১
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৪

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ..... عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

অনুবাদ : *ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আবূ দারদা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হিশাম ইবন আম্মার (রহ.) থেকে শুনে তিনি তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মদ খোর ব্যক্তি কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৫০১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৫

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ..... فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) হুযাইফা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবূ নুআইম (রহ.) থেকে শুনে তিনি তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী (স.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– গীবত/নিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬০৫৬
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৬

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ... ... جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) যুবাইর ইবন মুত'ঈম (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া ইবন বুকাইরি (রহ.) থেকে শুনে তিনি তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* যুবাইর ইবন মুত'ঈম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

- বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৫৯৮৪
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৭

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ..... عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلاَ الْجَعْظَرِيُّ. قَالَ وَالْجَوَّاظُ الْغَلِيظُ الْفَظُّ .

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) হারিসা ইবনু ওয়াহব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বাকর ও উসমান ইবন শায়বা (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* হারিসা ইবনু ওয়াহব (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– জাওয়ায ও জা'যারি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তিনি বলেন, জাওয়ায অর্থ অসভ্য (ধোঁকাবাজ, কৃপণ, বেহুদা বাক্যালাপকারী, বিদ্রোহী, অহংকার এবং অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিগণ) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং-৪৮০৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৮

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... ... عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ أَكْثَرُ الأُمَمِ مَمْلُوكِينَ وَيَتَامَى قَالَ نَعَمْ فَأَكْرِمُوهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلاَدِكُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ. قَالُوا فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا قَالَ فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَمْلُوكُكَ يَكْفِيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ.

অনুবাদ : *ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবূ বাকর ইবন আবী শায়বা ও আলী ইবন মুহাম্মাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাদের অবহিত করেননি যে, এ উম্মাতের অধিকাংশ হবে গোলাম ও ইয়াতীম? তিনি বলেন– হ্যাঁ, অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানের মতো তাদের সাথে ব্যবহার করো এবং তোমরা যা আহার করো তা তাদেরকে আহার করাও। সাহাবীগণ বলেন, দুনিয়াতে কোন জিনিস আমাদের উপকারে আসবে? তিনি বলেন– আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে তুমি যে ঘোড়া প্রতিপালন করো এবং যে গোলাম তোমার দায়িত্ব পালন করে। সে যদি নামায পড়ে, তবে সে তোমার ভাই।

- ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং-৩৮২২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৯

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ... ... عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلاَ مَنَّانٌ وَلاَ بَخِيلٌ

অনুবাদ : *ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আহমাদ ইবন মুনী' (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– প্রতারক-ধোঁকাবাজ, কৃপণ ও উপকার করে তার খোটা দানকারী জান্নাতে যেতে পারবে না।

- ♦ তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং-২০৯০।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১০

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ... ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন– যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক। এটিও কি অহংকার? রসূল (স.) বললেন– 'আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।'

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২৭৫
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১১

حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ... ... فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ ওয়ায়িল (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি শায়বান ইবন ফাররুখ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ ওয়ায়িল (রহ.) থেকে বর্ণিত, হুযাইফাহ্ (রা.)-এর কাছে খবর পৌঁছল যে, এক ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়ায়। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে বলতে শুনেছি, কোনো চোগলখোরই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩০৩
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১২

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ..... عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِخَيْلٌ وَلاَ خِبٌّ وَلاَ خَائِنٌ.

অনুবাদ : *আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– কৃপণ, খিয়ানতকারী ও অঙ্গভঙ্গি দিয়ে চলাচলকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- ◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৪
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১৩

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

অনুবাদ : *ইমাম নাসাঈ (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন– উপকার করে খোঁটা দানকারী আর মাতা-পিতার অবাধ্যতাকারী এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

- ◆ নাসাঈ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৫৬৯০
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১৪

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ... ... عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِى يُقِرُّ فِى أَهْلِهِ الْخَبَثَ.

অনুবাদ : *আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে–* আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– তিন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন মদপানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি ও দাইয়ুস যে তার পরিবারের মধ্যে অসভ্যতা ও অন্যায় কাজ বিস্তার করে।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬১১৩
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১৫

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ... ... عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِى غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) সাওবান (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি সুলাইমান ইবন হারব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যদি কোনো মহিলা অহেতুক তার স্বামীর কাছে তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম হয়ে যায়।

- আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং-২২২৮
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১৬

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ ... ...عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ তাওবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– শেষ যুগে এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা কবুতরের গলায় থলের মতো কালো রঙের খেযাব লাগাবে। তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

- ◆ আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪২১৪
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১৭

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ... ... ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ

অনুবাদ : ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি নিজের পিতা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে পিতা দাবী করবে সে কখনও জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুগন্ধ পাঁচশত বছরের রাস্তার সমান দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

- ◆ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৭০৯
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১৮

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ... ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

অনুবাদ : ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের পঞ্চম ব্যক্তি আবূ কুরাইব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে তথা যিম্মীকে হত্যা করলো সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

◆ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-২৭৮৮

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১৯

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ... ... حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّى مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً ، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ ، إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ .

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) হাসান আল-বাসরী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি আবূ নুআইম (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* হাসান বাস্‌রী (রহ.) থেকে বর্ণিত, 'উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌নু যিয়াদ (রহ.) মাকিল ইব্‌নু ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল (রা.) তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করছি যা আমি নবী (স.) থেকে শুনেছি। আমি নবী (স.) থেকে শুনেছি যে, কোনো বান্দাকে যদি আল্লাহ্ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণ কামনার সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭১৫০)

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত ১৯টি হাদীসে উপাসনামূলক ইবাদাতসমূহ পালন না করার কবীরা গুনাহ ছাড়া অন্য সকল (প্রায়) কবীরা গুনাহর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় পরকারে আমল নামায় কবীরা গুনাহ থাকা মু'মিনরা/মু'মিনদের জন্য-

১. জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
২. জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।
৩. জান্নাত হারাম।

তাই, হাদীসসমূহ অনুযায়ী নিশ্চয়তাসহ বলা যায়–

১. কবীরা গুনাহ মৃত্যুর পর মাফ হবে না।
২. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না।

দৃষ্টিকোণ-৫

জান্নাত বা জাহান্নামে যাওয়া মু'মিন চিরকাল সেখানে থাকবে শিক্ষা ধারণকারী হাদীস

হাদীস-১

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ... ... أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لاَ مَوْتَ كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি যুহাইর ইবন হারব (রহ.) থেমে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* নাফে (রা.) থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন একজন ঘোষক উভয়ের প্রতি ঘোষণা করবেন, হে জাহান্নামবাসী! তোমাদের আর কখনো মৃত্যু হবে না। হে জান্নাতবাসী! তোমাদেরও আর মৃত্যু হবে না। যে যেখানে আছো চিরদিন সেখানে থাকবে।

- ◆ মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭৩৬২
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : يُقَالُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ . وَلأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি আবুল ইয়ামান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– (মানুষকে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর) ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসী! চিরদিন থাকো মৃত্যুহীনভাবে। হে জাহান্নামবাসী! চিরদিন থাকো মৃত্যুহীনভাবে।

- ◆ বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬১৭৯
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا أَحْمَد ... ... عَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ قَالَ : لَمَا بَعَثَنِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ واعْمَلُوا أن الْمَرَء اِلَى الْجَنَّةِ اَوْ اِلَى النَارِ وَخُلُوْدُ لاَمَوْت وَاَقَامَة لاَ ظْعَنُ فِيْ اَجْسَادِ لاَ تَمُوْتَ

অনুবাদ : *ইমাম ত্বাবারানী (রহ.) মুআজ ইবন জাবাল (রা.)-এর বর্ণনা সনদের পঞ্চম ব্যক্তি আহমাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুজাম' গ্রন্থে লিখেছেন–* মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রসূল (স.) তাঁকে ইয়েমেনে প্রেরণ করলে তিনি সেখানে পৌঁছে জনতাকে বলেন– হে লোকেরা, আমি তোমাদের কাছে রসূল (স.)-এর দূত হিসেবে এসেছি। তিনি তোমাদের এ খবর জানাতে বলেছেন যে, সকলকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। গন্তব্যস্থান হবে জান্নাত বা জাহান্নাম। উভয়টিতে অবস্থান হবে চিরস্থায়ী। মৃত্যু নেই সেখানে। নেই স্থানান্তর। সেখানকার অবস্থান হবে দৈহিক ও মৃত্যুহীন।

- তাবারানী, হাদীস নং- ১৬৫১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস তিনটি তাফসীরে মাযহারীতে সুরা হুদের ১০৫-১০৭ নম্বর আয়াতের তাফসীরে ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাদীসসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়–

১. কবীরা গুনাহ মৃত্যুর পর মাফ হবে না।
২. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না।

দৃষ্টিকোণ-৬

জান্নাত বা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসার মতো ঘটনা পরকালে ঘটবে না শিক্ষা ধারণকারী হাদীস

عن إبن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قيلَ لأَهلِ النَّارِ إنَّكم ماكثونَ في النَّارِ عددَ كلِّ حَصاةٍ في الدُّنيا لفرِحوا بِها ولو قيلَ لأَهلِ الجنَّةِ إنَّكم ماكِثونَ بِها عددَ كلِّ حصاةٍ لَحَزِنوا ولَكن جَعلَ لَهمُ الأبدَ.

অনুবাদ : ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– দোযখবাসীদের যদি বলা হয়, দুনিয়ার সকল পাথরের সমপরিমাণ সময়

তোমরা দোযখে থাকবে তবে তারা অবশ্যই খুশি হবে। আবার জান্নাতবাসীদের যদি বলা হয় দুনিয়ার সকল পাথরের সমপরিমাণ সময় তোমরা জান্নাতে থাকবে তবে তারা অবশ্যই দুঃখিত হবে। কিন্তু তাদের অবস্থান হবে চিরস্থায়ী।

- হাদীসটি-
    ১. ইমাম তবারানী বর্ণনা করেছেন।
    ২. ইমাম সুয়ূতী 'আল-জামিউস সগীরে' বর্ণনা করেছেন।
    ৩. ইমাম আল হাইছামী 'মাজমা'উয যাওয়ায়েদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
    ৪. তাফসীরে মাযহারীতে সুরা হুদের ১০৫-১০৭ নম্বর আয়াতের তাফসীরে হাদীসটি ব্যবহার করা হয়েছে।
- হাদীসটির মতন কুরআন ও আকলের সাথে সঙ্গতিশীল।

সম্মিলিত শিক্ষা

হাদীসসমূহের ভিত্তিতে অতি সহজে বলা যায়–

১. কবীরা গুনাহ মৃত্যুর পর মাফ হবে না।
২. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে না।

হাদীসগুলোর বক্তব্য কবীরা গুনাহ পরকালে মাফ হওয়া এবং মু'মিনের জাহান্নামে অবস্থানের মেয়াদ সম্পর্কিত কুরআনের বক্তব্যের অনুরূপ। তাই, হাদীসগুলো মু'মিনের জাহান্নামে অবস্থানের মেয়াদ সম্পর্কিত সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস। প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী হাদীসগুলোর বিপরীত বক্তব্য ধারণকারী সকল হাদীসকে রহিত করে দেবে।

কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে চালু হওয়া ভুল ধারণার মূল উৎসসমূহ ও তার পর্যালোচনা

কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদের জাহান্নামে থাকার মেয়াদ সম্পর্কে ভুল ধারণা (মু'মিন ব্যক্তি কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে) সৃষ্টি হওয়ার পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছে নিম্নের বিষয়গুলো–

১. দুনিয়ার বিচারের শাস্তির ধরন।
২. আল কুরআনের কিছু আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা।
৩. কিছু প্রচলিত সহীহ হাদীস।

চলুন এখন ঐ বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা যাক–

১. দুনিয়ার বিচারের শাস্তির ধরন

দুনিয়ার বিচারে দেখা যায় অপরাধের জন্য মানুষের মেয়াদী তথা কয়েক দিন, মাস বা বছরের শাস্তি হয়। এখান থেকে ধারণা করা হয়েছে যে- পরকালেও আল্লাহ্ গুনাহের জন্য মেয়াদী শাস্তি দেবেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ মু'মিন ব্যক্তিকে কৃত গুনাহের জন্য কিছু কালের জাহান্নামের শাস্তি দিয়ে কৃত নেকীর (সৎকাজ) জন্য চিরকালের জান্নাত দিয়ে দেবেন।

এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য : ইসলামে দুনিয়ার বিচারে ছোটো অপরাধের জন্য মেয়াদী শাস্তি আছে এবং মারাত্মক অপরাধের জন্য স্থায়ী শাস্তি আছে। যেমন, চুরির জন্য হাত কাটা, হত্যার বদলে হত্যা, জেনার জন্যে সংগেসার। তাই পরকালেও মু'মিনের স্থায়ী শাস্তি থাকা যৌক্তিক। পরকালে মহান আল্লাহ্ শুধু মারাত্মক অপরাধ তথা কবীরা গুনাহের জন্য স্থায়ী শাস্তি (চিরকালের জন্য জাহান্নাম) দেবেন। আর অন্য সকল গুনাহ শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ করে দিয়ে প্রথম থেকেই মু'মিনকে জান্নাতের পুরস্কার দেবেন।

২. আল কুরআনের কিছু আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা

পর্যালোচনাসহ আয়াতগুলো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. কিছু প্রচলিত সহীহ হাদীস

চলুন এখন উল্লেখ ও পর্যালোচনা করা যাক– কিছু সহীহ হাদীস, যার বক্তব্য কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনরা কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে, জাতি বিধ্বংসী এ তথ্য মুসলিম সমাজে চালু হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। বড়ো হাদীসগুলোর শুধুমাত্র আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত অংশটুকুই উল্লেখ করা হবে–

হাদীস-১

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ... ... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.

অনুবাদ : *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আনাস ইবন মালিক (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি সুলাইমান ইবন হারব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–* আনাস (রা.) বলেন, নবী (স.) বলেছেন– আমার উম্মতের কবীরা গুনাহকারীগণই বিশেষভাবে আমার শাফায়াত লাভ করবে।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪৭৪১।
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস-২

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ... ... ... جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا إِلاَّ دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনুশ শা'য়ির (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* জাবির ইবনু 'আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। এদের মুখমণ্ডল ছাড়া সারা দেহ জ্বলে পুড়ে গেছে। অবশেষে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

- মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪৯২
- হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীস-৩

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ... ... عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ . قَالُوا لاَ . قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ . فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا ، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ . فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا.

فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ جَهَنَّمَ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلاَّ الرُّسُلُ ، وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ . وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللَّهُ ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو ،

حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَمَرَ اللَّهُ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ،

ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الْجَنَّةَ ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ

النَّارِ ، قَدْ قَشَبَنِى رِيحُهَا ، وَأَحْرَقَنِى ذَكَاؤُهَا . فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ . فَيُعْطِى اللَّهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ ،

فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِى عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ . فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِى كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ . فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ . فَيُعْطِى رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ،

فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا ، فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ . فَيَقُولُ اللَّهُ وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ ، أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِى أُعْطِيتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِى أَشْقَى خَلْقِكَ .

فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِى دُخُولِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ تَمَنَّ . فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَمَنَّ كَذَا وَكَذَا . أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأَمَانِىُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ لأَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنهما إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ قَوْلَهُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ

অনুবাদ : *ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবুল ইয়ামান (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, সাহাবীগণ নবী (স.)-কে জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামাতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাবো?

তিনি বললেন– মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতের চাঁদকে দেখার ব্যাপারে তোমরা কি সন্দেহ পোষণ করো? তাঁরা বললেন– না, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোনো সন্দেহ আছে? সবাই বললেন– না। তখন তিনি বললেন– নিঃসন্দেহে তোমরাও আল্লাহকে তেমনিভাবে দেখতে পাবে।

কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যে যার উপাসনা করতে সে যেন তার অনুসরণ করে। তাই তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করবে, কেউ চন্দ্রের অনুসরণ করবে, কেউ তাগুতের অনুসরণ করবে। আর বাকী থাকবে শুধুমাত্র উম্মাহ্, তবে তাঁদের সাথে মুনাফিকরা থাকবে।

তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রবের আগমন না হবে, ততক্ষণ আমরা এখানেই থাকব। আর তাঁর যখন আগমন হবে তখন আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারব।

অতঃপর তাদের মাঝে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলা আগমন করবেন এবং বলবেন, "আমি তোমাদের রব।" তাঁরা বলবে, হ্যাঁ, আপনিই আমাদের রব। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ডাকবেন।

অতঃপর জাহান্নামের ওপর একটি সেতু স্থাপন করা হবে। রসূলগণের মধ্যে আমিই সবার আগে আমার উম্মাত নিয়ে এ পথ অতিক্রম করব। সেদিন রসূলগণ ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না। আর রসূলগণের কথা হবে– 'اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ' (আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম) হে আল্লাহ্! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

আর জাহান্নামে বাঁকা লোহার বহু শলাকা থাকবে, সেগুলো হবে সা'দান কাঁটার মতো। তোমরা কি সা'দান কাঁটা দেখেছো? তারা বলবে, হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি বলবেন, সেগুলো দেখতে সা'দান কাঁটার মতোই। তবে সেগুলো কত বড়ো হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। সে কাঁটা 'আমল অনুযায়ী লোকদের গতিকে কমাবে। তাদের কিছু লোক ধ্বংস হবে তাদের 'আমলের কারণে। কিছু লোক কাঁটায় আক্রান্ত হবে, অতঃপর নাজাত পেয়ে যাবে।

জাহান্নামীদের হতে যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা রহমত করতে ইচ্ছা করবেন, তাদের ব্যাপারে মালাইকাকে নির্দেশ দেবেন– যারা আল্লাহ্‌র

'ইবাদত করতো, তাদের যেন জাহান্নাম হতে বের করে আনা হয়। মালাইকা তাদের বের করে আনবেন, আর সিজদার চিহ্ন দেখে তাঁরা তাদের চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের জন্য সিজদার চিহ্নগুলো মিটিয়ে দেওয়া হারাম করে দিয়েছেন।

অতঃপর তাদের জাহান্নাম হতে বের করে আনা হবে। সিজদার চিহ্ন ছাড়া আগুন বনী আদামের সব কিছুই গ্রাস করে ফেলবে। অবশেষে, তাদেরকে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় জাহান্নাম হতে বের করা হবে। তাদের ওপর 'আবে-হায়াত' ঢেলে দেওয়া হবে, ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার ওপর গজিয়ে উঠা উদ্ভিদের মতো সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বিচার কাজ সমাপ্ত করবেন কিন্তু একজন লোক জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে। তাঁর মুখমণ্ডল তখনো জাহান্নামের দিকে ফেরানো থাকবে। জাহান্নামবাসীদের মধ্যে জান্নাতে প্রবেশকারী সেই শেষ ব্যক্তি।

সে তখন নিবেদন করবে, হে আমার রব! জাহান্নাম হতে আমার চেহারা ফিরিয়ে দিন। এর দূষিত হাওয়া আমাকে বিষিয়ে তুলছে, এর লেলিহান শিখা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার নিবেদন গ্রহণ করা হলে, তুমি এছাড়া আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে– না, আপনার ইজ্জতের শপথ! সে তার ইচ্ছামত আল্লাহ্ তা'আলাকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নামের দিক হতে ফিরিয়ে দেবেন।

অতঃপর সে যখন জান্নাতের দিকে মুখ ফিরাবে, তখন সে জান্নাতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্র ইচ্ছা সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার রব! আপনি জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছে দিন।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি পূর্বে যা চেয়েছিলে, তা ছাড়া আর কিছু চাইবে না বলে তুমি কি অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দাওনি? তখন সে বলবে– হে আমার রব! তোমার সৃষ্টির সবচেয়ে অসুখী আমি হতে চাই না। আল্লাহ্ তাৎক্ষণিক বলবেন, তোমার এটি পূরণ করা হলে তুমি এছাড়া আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে– না, আপনার ইজ্জতের কসম! এছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। এ ব্যাপারে সে তার ইচ্ছানুযায়ী অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দেবে।

সে যখন জান্নাতের দরজায় তখন জান্নাতের অনাবিল সৌন্দর্য ও অভ্যন্তরীণ সুখ-শান্তি ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করবেন সে চুপ করে থাকবে। অতঃপর সে বলবে– হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ বলবেন– হে আদম সন্তান, কী আশ্চর্য! তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করনি এবং প্রতিশ্রুতি দাওনি যে– তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া আর কিছু চাইবেনা? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আমাকে সবচেয়ে অসুখী করবেন না।

এতে আল্লাহ হেসে দেবেন। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমুতি দেবেন এবং বলবেন, চাও। সে তখন চাইবে, এমন কি তার চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ফুরিয়ে যাবে। তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্ বলবেন– এটা চাও, ওটা চাও। এভাবে তার রব তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। অবশেষে যখন তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেবেন– এ সবই তোমার, এর সাথে আরও সমপরিমাণ (তোমাকে দেওয়া হলো)।

আবু সা'ঈদ খুদরী (রা.) আবু হুরায়রা (রা.)-কে বললেন, আল্লাহ্র রসূল (স.) বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেবেন– এ সবই তোমার, তার সাথে আরও দশগুণ (তোমাকে দেওয়া হলো)। আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, আমি আল্লাহ্র রসূল (স.) হতে শুধু এ কথাটি স্মরণ রেখেছি যে, এ সবই তোমার এবং এর সাথে সমপরিমাণ। আবু সা'ঈদ (রা.) বললেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, এসব তোমার এবং এর সাথে আরও দশগুণ।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭৭৩
- ♦ হাদীসটির সনদ সহীহ।

হাদীসগুলোর পর্যালোচনা

এ ধরনের আরও হাদীস, হাদীসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ থাকতে পারে বা আছে। উল্লিখিত হাদীস ক'টির বক্তব্য (মতন) পূর্বে উল্লিখিত অনেক কুরআনের আয়াত, এ বিষয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী সহীহ হাদীস এবং Common sense-এর সরাসরি বিরোধী। তাই, হাদীসগুলো রাসূল (স.)-এর কথা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে কি না তা সকল মুসলিমকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

আর হাদীসগুলো সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে দু'টি তথ্য সকলকে বিশেষভাবে সহায়তা করবে–

১. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয় সনদের নির্ভুলতার ভিত্তিতে। মতনের নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়।

২. জাল হাদীস প্রচারের একটি স্বীকৃত পদ্ধতি হলো– পুত্র বা পরিবারের কোনো সদস্য পান্ডুলিপির মধ্যে মিথ্যা হাদীস লিখে রাখতো। সংকলনকারী বেখেয়ালে তা বর্ণনা করতেন।
(১. ইরাকী, আত-তাকঈদ, পৃষ্ঠা-২৮, ২৯।
২. সুয়ুতী, তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৪।
৩. হাদীসের নামে জালিয়াতি, ড. খন্দকার আ. ন. ম. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃষ্ঠা নং ১৩৪)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : জাহান্নাম থেকে রসুল (স.) ও অন্যান্য মানুষের শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিনদের জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে যাওয়ার বক্তব্যধারণকারী যে সকল হাদীস আছে সেগুলো উল্লেখ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে– **শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?** (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামক বইটিতে।

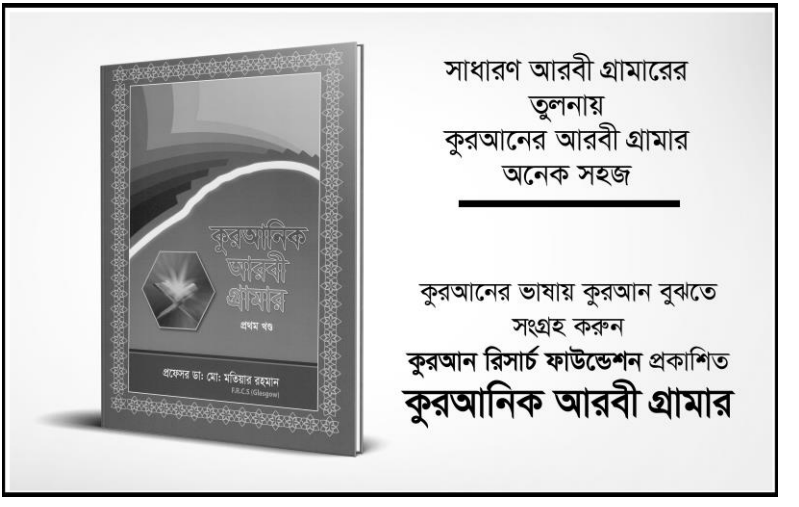

শেষ কথা

পুস্তিকায় আলোচনাকৃত সকল তথ্য জানার পর কারো মনে এ ব্যাপারে দ্বিধা থাকার কথা নয় যে– কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী সকল মুমিনকে চিরকালের জন্য জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই, যে সকল মুসলিম চিরকালের জন্য জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচতে চায় তাদের সবাইকে কবীরা গুনাহ তথা বড়ো অপরাধ করে ফেললে সাথে সাথে তাওবা করে পরিপূর্ণ ইসলামে ফিরে আসতে হবে। কারণ, মৃত্যু কখন হবে তা আমাদের কারো জানা নেই। আর তাওবা কবুল হতে হলে তা মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত সময়ের পূর্বে করতে হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর অন্তত এতটুকু সময় পূর্বে করতে হবে যখন ব্যক্তির জ্ঞান ও শক্তি এমন থাকে যে, গুনাহ করার সুযোগ আসলে ব্যক্তি ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে তা করতে পারে। কিন্তু তাওবা করার কারণে সে তা করে না। জান্নাতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকা বিশ্বের সকল মুসলিম যদি এভাবে তাদের জীবনকে সংশোধন করে নেয় তথা জীবন পরিচালনা করে, তবে তাদের দেশগুলো শান্তির নীড়ে পরিণত হবে। আর তা দেখে শান্তির খোঁজে দৌড়ে বেড়ানো পৃথিবীর অগণিত মানুষ শান্তির জীবন-ব্যবস্থা ইসলামে দলে দলে যোগদান করবে। বক্তব্যটি যে সঠিক ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলো তার প্রমাণ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের ঈমানী দায়িত্ব হচ্ছে পুস্তিকার কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তথ্যসহ আমাকে জানানো। আর আমার ঈমানী দায়িত্ব হচ্ছে সে তথ্য সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা প্রকাশ করা। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালা (চলমানচিত্র)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড
৪. শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৫. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

- **অনলাইনে অর্ডার করতে : www.shop.qrfbd.org**

- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

- **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
  মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৬
- **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা),
  সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা : ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- **প্রফেসর'স বুক কর্ণার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
  মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

- **সানজানা লাইব্রেরী**, ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা, মোবা : ০১৭১১২৬২৫৯৬
- **আল ফারুক লাইব্রেরী**, হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, মোবা : ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- **মিল্লাত লাইব্রেরী**, তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর মোবাইল : ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ, মোবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা : ০১৭২৮১১২২০০
- **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- Good World **লাইব্রেরী**, ৪০৭/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল : ০১৮৪৫১৬৩৮৭৫
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
- **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স,** কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬
- **কাটাবন বইঘর,** কাটাবন মোড় , মসজিদ মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আল-মারুফ পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫৭৫৩৮৬০৩, ০১৯৭১৮১৪১৬৪
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **আল-মদীনা লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৩৭১৬১৬৮৫
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৮৯৫২০৪৮৪
- **আলম বুকস,** শাহ জালাল র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৬০৬৮৪৪৭৬

- **কলরব প্রকাশনী**, ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২
- **ফাইভ স্টার লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, ৩১৪ মীর হাজিরবাগ, মিল্লাত মাদ্রাসা গেট, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১২০৪২৩৮০
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** ওয়ারলেছ মোড়, বড়ো মগবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২
- **দারুত তাজকিয়া,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৩১২০৩১২৮, ০১৭১২৬০৪০৭০
- **মাকতাবাতুল আইমান,** পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১৮৮৫৫৬৯৭
- **আস-সাইদ পাবলিকেশন**, পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৭৯৬৩৭৬০৫

❖ **চট্টগ্রাম**

- **আজাদ বুকস্, ১৯**, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- **ফয়েজ বুকস,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৪৪৬৬৭৭২
- **আমিন বুকস সোসাইটি,** শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৯১৯২২৪৭৭৮
- **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৭১৬২৬৭২২৪
- **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** স্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া,** মিজান রোড, ফেনী মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **ফয়জিয়া লাইব্রেরী,** সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯
- **মোহাম্মাদিয়া লাইব্রেরী,** নতুন বাজার, চাঁদপুর, মোবা : ০১৮১৩৫১১১৯৪

❖ রাজশাহী

- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাহেব বাজার, রাজশাহী
  মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** বড়ো মসজিদ লেন, বগুড়া,
  মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
  মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ০১৭৯৩-২০৩৬৫২

❖ খুলনা

- **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা,
  মোবাইল : ০১৭১১২১৭২৮৮
- **হেলাল বুক ডিপো,** ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ।
  মোবাইল : ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- **আরাফাত লাইব্রেরী,** মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮
- **আশরাফিয়া লাইব্রেরী,** এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট,
  মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

❖ সিলেট

- **সুলতানিয়া লাইব্রেরী,** টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯
- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
  মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **কুদরতিয়া লাইব্রেরী,** সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার,
  মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৬৭৪৯৮০০
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...